ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

কথাসার—প্রাতঃস্নান করিয়া প্রভু জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রার পাণ্ডুবিজয়ের সহিত রথারোহণ দর্শন করিলেন। সেই-সময় রাজা সুবর্ণ-মার্জ্জনীর দ্বারা পথ সম্মার্জ্জন করিতেছিলেন। লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া জগন্নাথ গুণ্ডিচাবাড়ী চলিলেন। বালুকাময় সুপ্রশস্ত পথ, দুইদিকে গৃহ ও উদ্যানাদি, সেই পথমধ্য দিয়া গৌড়গণ রথ টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহাপ্রভু নিজগণকে সাত-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া চৌদ্দ মাদলে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনসময়ে মহাপ্রভুর বহুবিধ ভাব উদিত হইতে লাগিল ; এমন কি, যেন জগন্নাথ ও মহাপ্রভু পরস্পর ভাববিনিময়ের পরিচয় দিতে লাগিলেন। বলগণ্ডিপর্য্যন্ত রথ আসিলে তথায় সাধারণের একটী ভোগ নিবেদিত হইতে লাগিল। উদ্যানের নিকটবর্ত্তী উপবনে মহাপ্রভু নৃত্যপরিশ্রমের কিছু শান্তি করিলেন। (অঃ প্রঃ ভাঃ)

রথাগ্রে আশ্চর্য্য-নর্ত্তনকারী গৌরহরির জয় ঃ—

স জীয়াৎ কৃষ্ণচৈতন্যঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত্ত যঃ ।
যেনাসীজ্জগতাং চিত্রং জগন্নাথোঽপি বিস্মিতঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ২ ॥

শ্রোতৃ-চিত্তাকর্ষণ ঃ—

জয় শ্রোতাগণ, শুন, করি' এক মন ।
রথযাত্রায় নৃত্য প্রভুর পরম মোহন ॥ ৩ ॥

পাহাণ্ডি-দর্শনার্থ প্রাতঃস্নানানন্তর সগণ প্রভুর গমন ঃ—

আর দিন মহাপ্রভু হঞা সাবধান ।
রাত্রে উঠি' গণ-সঙ্গে কৈল প্রাতঃস্নান ॥ ৪ ॥

পাণ্ডুবিজয় দেখিবারে করিল গমন ।
জগন্নাথ যাত্রা কৈল ছাড়ি' সিংহাসন ॥ ৫ ॥

পাহাণ্ডি-দর্শনে সপরিকর রাজার সহায়তা ঃ—

আপনি প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ।
মহাপ্রভুর গণে করায় বিজয়-দর্শন ॥ ৬ ॥

নিতাই অদ্বৈতাদির সহিত প্রভুর পাহাণ্ডি-দর্শন ঃ—

অদ্বৈত, নিতাই আদি সঙ্গে ভক্তগণ ।
সুখে মহাপ্রভু দেখে ঈশ্বর-গমন ॥ ৭ ॥

দয়িতাগণের জগন্নাথকে রথারোহণে চেষ্টা ঃ—

বলিষ্ঠ 'দয়িতা'গণ—যেন মত্ত হাতী ।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি' হাতাহাতি ॥ ৮ ॥

কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন ।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্ম-চরণ ॥ ৯ ॥

কটিতটে বদ্ধ, দৃঢ়, স্থূল পট্টডোরী ।
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি' ॥ ১০ ॥

উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি' স্থানে স্থানে ।
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলী আনে ॥ ১১ ॥

জগন্নাথের গুরুত্ব ঃ—

প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড ।
তুলা সব উড়ি' যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড ॥ ১২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১। জগন্নাথের রথাগ্রে যিনি নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই কৃষ্ণ-চৈতন্য জয়যুক্ত হউন ; তাঁহার সেই নৃত্য দেখিয়া সমস্ত জগৎ এবং স্বয়ং জগন্নাথ বিস্মিত হইয়াছিলেন।

৫। জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা,—এই শ্রীমূর্ত্তিত্রয়কে পট্টডোরে বাঁধিয়া সেবকগণ মন্দির হইতে যে-প্রণালীতে সিংহ-দ্বারের নিকট রথে উঠাইয়া দেন, তাহাকে 'পাণ্ডু-বিজয়' বলে।

৮। দয়িতাগণ,—'দয়িত'-শব্দ হইতে 'দয়িতা' হইয়াছে। দয়িতা-নামে একশ্রেণীর সেবক আছে ; ইঁহারা জাতিতে ভদ্র নয়, কিন্তু জগন্নাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া ভদ্রবর্ণের সম্মান লাভ করিয়াছেন। স্নানের দিন হইতে আরম্ভ করিয়া রথ হইতে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত দয়িতাগণের শ্রীজগন্নাথে বিশেষ অধিকার থাকে। দয়িতাগণকে 'ক্ষেত্রমাহাত্ম্যে' 'শবর' বলিয়া উক্তি করা হইয়াছে ; তাঁহাদের মধ্যে আবার যাঁহারা ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদিগকে 'দয়িতাপতি' বলে। ইঁহারা জগন্নাথদেবকে অনবসর-কালে মিষ্টান্ন-ভোগ দেন এবং প্রত্যহ প্রাতঃকালে বালভোগ-মিষ্টান্ন অর্পণ করেন। ইঁহারা অনবসর-কালে 'জগন্নাথদেবের জ্বর হইয়াছে' বলিয়া ঔষধি ও পাঁচন (মিষ্টরসের পানা) অর্পণ করেন। ফল কথা এই যে, শ্রীজগন্নাথ-প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে শবরদের

অনুভাষ্য

১। যঃ (মহাপ্রভুঃ) রথাগ্রে (শ্রীজগন্নাথদেবস্য রথস্য সম্মুখে) ননর্ত্ত, যেন (নর্ত্তনমাধুর্য্যেণ) জগতাং (লোকানাং) চিত্রং (কুতূহলম্) আসীৎ, জগন্নাথঃ অপি বিস্মিতঃ (বভূব), সঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ জীয়াৎ (বিজয়েত)।

৫। পাণ্ডুবিজয় বা পাহাণ্ডি—সিংহাসন হইতে রথারোহণ।

স্বেচ্ছাময় প্রভু জগন্নাথ ঃ—

বিশ্বম্ভর জগন্নাথে কে চালাইতে পারে ?
আপন-ইচ্ছায় চলে করিতে বিহারে ॥ ১৩ ॥

জগন্নাথকে কাতরভাবে আহ্বান ঃ—

মহাপ্রভু 'মণিমা' 'মণিমা' করে ধ্বনি ।
নানা-বাদ্য-কোলাহলে কিছুই না শুনি ॥ ১৪ ॥

স্বয়ং রাজার ঝাড়ুদাররূপে সেবা ঃ—

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন ।
সুবর্ণ-মার্জ্জনী লঞা করে পথ সম্মার্জ্জন ॥ ১৫ ॥
চন্দন-জলেতে করে পথ নিষেচনে ।
তুচ্ছ সেবা করে বসি' রাজ-সিংহাসনে ॥ ১৬ ॥

রাজার দৈন্যময়ী সেবা-দর্শনে প্রভুর কৃপা ঃ—

উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ সেবন ।
অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ ১৭ ॥
মহাপ্রভু সুখ পাইল সে-সেবা দেখিতে ।
মহাপ্রভুর কৃপা হৈল সে-সেবা হইতে ॥ ১৮ ॥

রথের শোভা ঃ—

রথের সাজনি দেখি' লোকে চমৎকার ।
নব হেমময় রথ—সুমেরু-আকার ॥ ১৯ ॥
শত শত সু-চামর-দর্পণে উজ্জ্বল ।
উপরে পতাকা শোভে চাঁদোয়া নির্ম্মল ॥ ২০ ॥
ঘাঘর, কিঙ্কিণী বাজে, ঘণ্টার ক্বণিত ।
নানা চিত্র-পট্টবস্ত্রে রথ বিভূষিত ॥ ২১ ॥

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার রথারোহণ ঃ—

লীলায় চড়িল ঈশ্বর রথের উপর ।
আর দুই রথে চড়ে সুভদ্রা, হলধর ॥ ২২ ॥

অনবসরকালে ১৫ দিন লক্ষ্মীসহ জগন্নাথের বিলাস ঃ—

পঞ্চদশ দিন ঈশ্বর মহালক্ষ্মী লঞা ।
তাঁর সঙ্গে ক্রীড়া কৈল নিভৃতে বসিয়া ॥ ২৩ ॥

বিলাসান্তে লক্ষ্মীর মত লইয়া রথারোহণ ঃ—

তাঁহার সম্মতি লঞা ভক্তে সুখ দিতে ।
রথে চড়ি' বাহির হৈল বিহার করিতে ॥ ২৪ ॥

রথগমন-পথের বর্ণন ঃ—

সূক্ষ্ম শ্বেতবালু পথে পুলিনের সম ।
দুইদিকে টোটা, সব—যেন বৃন্দাবন ॥ ২৫ ॥
রথে চড়ি' জগন্নাথ করিলা গমন ।
দুইপার্শ্বে দেখি' চলে আনন্দিত-মন ॥ ২৬ ॥

গৌড়গণের রথরজ্জু-কর্ষণ, স্বেচ্ছাময়ের ইচ্ছামত সঞ্চলন ঃ—

'গৌড়' সব রথ টানে করিয়া আনন্দ ।
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ, ক্ষণে চলে মন্দ ॥ ২৭ ॥
ক্ষণে স্থির হঞা রহে, টানিলেহ না চলে ।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে ॥ ২৮ ॥

ভক্তগণকে প্রভুর স্বহস্তে মাল্য-চন্দন দান ঃ—

তবে মহাপ্রভু সব লঞা ভক্তগণ ।
স্বহস্তে পরাইল সবে মাল্য-চন্দন ॥ ২৯ ॥

আদৌ গুরুবর্গের সম্মান ঃ—

পরমানন্দ পুরী, আর ভারতী ব্রহ্মানন্দ ।
শ্রীহস্তে চন্দন পাঞা বাড়িল আনন্দ ॥ ৩০ ॥
অদ্বৈত-আচার্য্য, আর প্রভু-নিত্যানন্দ ।
শ্রীহস্ত-স্পর্শে দুঁহার হইল আনন্দ ॥ ৩১ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

মধ্যে শ্রীনীলমাধব-মূর্ত্তি ছিলেন, সেই নীলমাধব-মূর্ত্তি পরে 'জগন্নাথে' পরিণত হওয়ায় শবর-দয়িতাদিগের জগন্নাথের অন্তরঙ্গসেবায় অধিকার জন্মিয়াছে।

১১। তুলী—আবরিত তুলা, তুলার ছোট ছোট গদি (বালিসের ন্যায়)।

১৪। মণিমা—উৎকলদেশীয় লোকেরা পূজনীয় পাত্র এবং রাজাকে 'মণিমা' বলিয়া সম্বোধন করেন।

অনুভাষ্য

১১। পাতি—পাতিয়া, বিছাইয়া ; আর তুলী—অন্য তুলীতে।

১২। প্রভু—শ্রীজগন্নাথদেব।

১৯। সাজনি—সজ্জা।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২৩। শ্রীজগন্নাথদেব, স্নানের পর যে একপক্ষ-কাল নিভৃতে থাকেন, তাহাকে 'অনবসর' বা নিভৃত-কাল বলে ; তাহার পর তিনি লক্ষ্মীর অনুমতি লইয়া রথে গমন করিয়া থাকেন।

২৭। গৌড়—উৎকলীয় গোয়ালাদিগকে 'গৌড়' বলে।

অনুভাষ্য

২১। ঘাঘর—ঝাঁঝ ; কিঙ্কিণী—ঘুঙুর ; ক্বণিত—শব্দ, ধ্বনি।

২৩-২৫। অনবসরকালে জগন্নাথদেব পক্ষকাল নির্জ্জনে মহালক্ষ্মীসহ মর্য্যাদান্বিত হইয়া অবাধে ক্রীড়া করিয়াছিলেন ; এক্ষণে লক্ষ্মীর সম্মতিক্রমে অনুরাগমার্গীয় কৃষ্ণৈকনিষ্ঠ ভক্তগণের আনন্দবিধানার্থে রথে চড়িয়া স্বচ্ছন্দ-বিহারে বহির্গত হইলেন ; বলা বাহুল্য, স্বকীয়-ভাব—এস্থলে শ্লথ। রথগমনের

প্রধান কীর্ত্তনীয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রীবাসের সমাদর ঃ—

কীর্ত্তনীয়াগণে দিল মাল্য-চন্দন ।
স্বরূপ, শ্রীবাস,—যাঁহা মুখ্য দুইজন ॥ ৩২ ॥

বাইন ও দোহার সহ ৪টী কীর্ত্তন-সম্প্রদায় ঃ—

চারি সম্প্রদায়ে হৈল চব্বিশ গায়ন ।
দুই দুই মৃদঙ্গ করি হৈল অষ্টজন ॥ ৩৩ ॥

মহাপ্রভুকর্ত্তৃক কীর্ত্তন-সম্প্রদায় বিভাগ ঃ—

তবে মহাপ্রভু মনে বিচার করিয়া ।
চারি সম্প্রদায় দিল গায়ন বাঁটিয়া ॥ ৩৪ ॥

৪ সম্প্রদায়ে ৪ জন নর্ত্তক ঃ—

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, বক্রেশ্বরে ।
চারিজনে আজ্ঞা দিল নৃত্য করিবারে ॥ ৩৫ ॥

১ম দলে শ্রীস্বরূপই মূলগায়ক ঃ—

প্রথম-সম্প্রদায়ে কৈল স্বরূপ—প্রধান ।
আর পঞ্চজন দিল তাঁর পালিগান ॥ ৩৬ ॥

তাঁহার ৫ জন দোহার ঃ—

দামোদর, নারায়ণ, দত্ত গোবিন্দ ।
রাঘব পণ্ডিত, আর শ্রীগোবিন্দানন্দ ॥ ৩৭ ॥

আর অদ্বৈতই নর্ত্তক ; ২য় দলে শ্রীবাসই মূলগায়ক ঃ—

অদ্বৈতেরে নৃত্য করিবারে আজ্ঞা দিল ।
শ্রীবাস—প্রধান আর সম্প্রদায় কৈল ॥ ৩৮ ॥

৫ জন দোহার, নিতাই নর্ত্তক ঃ—

গঙ্গাদাস, হরিদাস, শ্রীমান্, শুভানন্দ ।
শ্রীরাম পণ্ডিত, তাঁহা নাচে নিত্যানন্দ ॥ ৩৯ ॥

৩য় দলে মুকুন্দই মূলগায়ক, ৫ জন দোহার, হরিদাস ঠাকুরই নর্ত্তক ঃ—

বাসুদেব, গোপীনাথ, মুরারি যাঁহা গায় ।
মুকুন্দ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ॥ ৪০ ॥
শ্রীকান্ত, বল্লভসেন আর দুই জন ।
হরিদাস ঠাকুর তাঁহা করেন নর্ত্তন ॥ ৪১ ॥

৪র্থ দলে গোবিন্দ ঘোষই মূলগায়ক, ৫ জন দোহার, বক্রেশ্বরই নর্ত্তক ঃ—

গোবিন্দ ঘোষ—প্রধান কৈল আর সম্প্রদায় ।
হরিদাস, বিষ্ণুদাস, রাঘব, যাঁহা গায় ॥ ৪২ ॥
মাধব, বাসুদেব-ঘোষ,—দুই সহোদর ।
নৃত্য করেন তাঁহা পণ্ডিত-বক্রেশ্বর ॥ ৪৩ ॥

রথের একপার্শ্বে কুলীনগ্রামবাসীর কীর্ত্তন-দল ঃ—

কুলীন-গ্রামের এক কীর্ত্তনীয়া-সমাজ ।
তাঁহা নৃত্য করেন রামানন্দ, সত্যরাজ ॥ ৪৪ ॥

অপরপার্শ্বে অদ্বৈতানুগতগণ ঃ—

শান্তিপুরের আচার্য্যের এক সম্প্রদায় ।
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় ॥ ৪৫ ॥

পশ্চাৎ খণ্ডবাসীর কীর্ত্তনদলে নরহরি ও রঘুনন্দনই নর্ত্তক ঃ—

খণ্ডের সম্প্রদায় করে অন্যত্র কীর্ত্তন ।
নরহরি নাচে তাঁহা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৬ ॥

সাতসম্প্রদায়ের অবস্থানের পুনরালোচন ঃ—

জগন্নাথের আগে চারিসম্প্রদায় গায় ।
দুই পাশে দুই, পাছে এক সম্প্রদায় ॥ ৪৭ ॥
সাত সম্প্রদায়ে বাজে চৌদ্দ মাদল ।
যার ধ্বনি শুনি' হৈল বৈষ্ণব পাগল ॥ ৪৮ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৩৬। পালিগান—দোহার।

অনুভাষ্য

পথটী—যমুনার পুলিনসদৃশ সূক্ষ্ম শ্বেতবালুকা-পূর্ণ ; পথের দুই পার্শ্ব—বৃন্দাবনের মত কানন-বেষ্টিত।

৩৩-৪৮। গায়ন—গায়ক ; সাতসম্প্রদায়ের বিবরণ যথাক্রমে লিখিত হইতেছে,—

জগন্নাথের রথাগ্রে—(ক) প্রথম-সম্প্রদায়ে প্রধান (মূল) গায়ক—দামোদর-স্বরূপ ; গায়ক (দোহার)—১। দামোদর পণ্ডিত, ২। নারায়ণ, ৩। গোবিন্দ দত্ত, ৪। রাঘব পণ্ডিত, ৫। গোবিন্দানন্দ ; নর্ত্তক—অদ্বৈত। (খ) দ্বিতীয়-সম্প্রদায়ে মূল-গায়ক—শ্রীবাস ; দোহার—১। গঙ্গাদাস, ২। (বড়?) হরিদাস, ৩। শ্রীমান্, ৪। শুভানন্দ, ৫। শ্রীরাম ; নর্ত্তক—নিত্যানন্দ। (গ) তৃতীয়-সম্প্রদায়ে মূলগায়ক—মুকুন্দ ; দোহার—১। বাসুদেব দত্ত, ২। গোপীনাথ, ৩। মুরারি, ৪। শ্রীকান্ত, ৫। বল্লভসেন ; নর্ত্তক—ঠাকুর হরিদাস। (ঘ) চতুর্থ-সম্প্রদায়ে মূলগায়ক—গোবিন্দ ; দোহার—১। (ছোট?) হরিদাস, ২। বিষ্ণুদাস, ৩। রাঘব, ৪। মাধব, ৫। বাসুঘোষ ; নর্ত্তক—বক্রেশ্বর। রথের বামপার্শ্বে—(ঙ) পঞ্চম-সম্প্রদায়ে গায়ক—কুলীনগামবাসি-গণ ; নর্ত্তক—রামানন্দ ও সত্যরাজ। রথের দক্ষিণ পার্শ্বে—

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৪৮। সাতসম্প্রদায়—পূর্ব্বোক্ত চারি সম্প্রদায়ের সহিত কুলীন গ্রামের সম্প্রদায়, শান্তিপুরের সম্প্রদায় ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় মিলিত হইয়া সাত সম্প্রদায় হইল এবং দুইটী দুইটী মাদল (খোল)-হিসাবে চৌদ্দ মাদলের কীর্ত্তন হইল।

মহাসঙ্কীর্ত্তন-বর্ণন ঃ—

বৈষ্ণবের মেঘ ঘটায় হইল বাদল ।
কীর্ত্তনানন্দে সব বর্ষে নেত্র-জল ॥ ৪৯ ॥
ত্রিভুবন ভরি' উঠে কীর্ত্তনের ধ্বনি ।
অন্য বাদ্যাদির ধ্বনি কিছুই না শুনি ॥ ৫০ ॥

প্রভুর আচরণ ঃ—

সাত ঠাঞি বুলে প্রভু 'হরি' 'হরি' বলি' ।
'জয় জগন্নাথ', বলেন হস্তযুগ তুলি' ॥ ৫১ ॥

প্রভুর সপ্তপ্রকাশ ঃ—

আর এক শক্তি প্রভু করিল প্রকাশ ।
এককালে সাত ঠাঞি করিল বিলাস ॥ ৫২ ॥
সবে কহে,—'প্রভু আছেন মোর সম্প্রদায় ।
অন্য ঠাঞি নাহি যা'ন আমারে দয়ায় ॥' ৫৩ ॥

প্রভুর শক্তি শুদ্ধভক্তেরই বেদ্য ঃ—

কেহ লক্ষিতে নারে প্রভুর অচিন্ত্যশক্তি ।
অন্তরঙ্গ-ভক্ত জানে, যাঁর শুদ্ধভক্তি ॥ ৫৪ ॥

কীর্ত্তন-দর্শনে জগন্নাথের আনন্দ ঃ—

কীর্ত্তন দেখিয়া জগন্নাথ হরষিত ।
সঙ্কীর্ত্তন দেখে রথ করিয়া স্থগিত ॥ ৫৫ ॥

তদ্দর্শনে রাজার বিস্ময় ঃ—

প্রতাপরুদ্রের হৈল পরম বিস্ময় ।
দেখিতে শরীর যাঁর হৈল প্রেমময় ॥ ৫৬ ॥

কাশীমিশ্রকে তদ্রহস্য প্রকাশ ঃ—

কাশীমিশ্রে কহে রাজা প্রভুর মহিমা ।
কাশীমিশ্র কহে,—'তোমার ভাগ্যের নাহি সীমা ॥'৫৭॥

সার্ব্বভৌমসহ রাজার নির্ব্বাক্ ইঙ্গিত ঃ—

সার্ব্বভৌম-সঙ্গে রাজা করে ঠারাঠারি ।
আর কেহ নাহি জানে চৈতন্যের চুরি ॥ ৫৮ ॥

কৃপাতেই তদুপলব্ধি, তর্কপন্থায় তিনি ব্রহ্মারও অজ্ঞেয় ঃ—

যাঁরে তাঁর কৃপা, সেই জানিবারে পারে ।
কৃপা বিনা ব্রহ্মাদিক জানিবারে নারে ॥ ৫৯ ॥

রাজার দীন-সেবা-দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ঃ—

রাজার তুচ্ছ সেবা দেখি' প্রভুর তুষ্ট মন ।
সেই ত' প্রসাদে পাইল 'রহস্য-দর্শন' ॥ ৬০ ॥

রাজপ্রতি সাক্ষাতে বিরাগ, পরোক্ষে কৃপা ঃ—

সাক্ষাতে না দেয় দেখা, পরোক্ষে ত' দয়া ।
কে বুঝিতে পারে চৈতন্যচন্দ্রের মায়া ॥ ৬১ ॥

ভট্ট ও মিশ্রের তদ্দর্শনে বিস্ময় ঃ—

সার্ব্বভৌম, কাশীমিশ্র,—দুই মহাশয় ।
রাজারে প্রসাদ দেখি' হইলা বিস্ময় ॥ ৬২ ॥

স্বয়ং মূলগায়ক হইয়া সর্ব্বসম্প্রদায়কে নর্ত্তনে প্রেরণ ঃ—

এইমত লীলা প্রভু কৈল কতক্ষণ ।
আপনে গায়েন, নাচা'ন নিজ-ভক্তগণ ॥ ৬৩ ॥

কীর্ত্তন-মধ্যে ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ ঃ—

কভু এক মূর্ত্তি, কভু হন বহু-মূর্ত্তি ।
কার্য্য-অনুরূপ প্রভু প্রকাশয়ে শক্তি ॥ ৬৪ ॥

অধীনা লীলাশক্তির স্বীয় প্রভুকে সেবন ঃ—

লীলাবেশে প্রভুর নাহি নিজানুসন্ধান ।
ইচ্ছা জানি' 'লীলা শক্তি' করে সমাধান ॥ ৬৫ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৫২। যেরূপ রাসে ও মহিষী-বিলাসে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ 'বহু' বিগ্রহ হইয়া 'প্রকাশ' হইয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও তদ্রূপ সেই শক্তি প্রকাশপূর্ব্বক প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আপনাকে 'প্রকাশ' করিয়াছিলেন। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে করিতেছিলেন যে, 'প্রভু আমার সম্প্রদায়েই আছেন, অন্য সম্প্রদায়ে নাই।'

অনুভাষ্য

(চ) ষষ্ঠ-সম্প্রদায়ে গায়ক—অদ্বৈতানুগতগণ ; নর্ত্তক—অচ্যুতানন্দ। রথের পশ্চাতে —(ছ) সপ্তম-সম্প্রদায়ে গায়ক—খণ্ডবাসিগণ ; নর্ত্তক—নরহরি ও রঘুনন্দন।

৫৯। মধ্য, ৬ষ্ঠ পঃ ৮২, ৮৪, ৮৬, ৮৭, ৮৯-৯১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৬০। রহস্য-দর্শন—শ্রীজগন্নাথদেব মহাপ্রভুর নৃত্যগীতাদি-দর্শনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া নিজরথের গতি স্তব্ধ করিলেন। মহাপ্রভুও তাঁহার সমক্ষে নৃত্যাদিদ্বারা জগন্নাথের আনন্দ বিধান করিলেন। 'দ্রষ্টা' ও 'দৃশ্য' এখানে এক বস্তু হইলেও লীলা-বিচিত্রতাক্রমে এই অদ্ভুত রহস্যের প্রকাশ, মহাপ্রভুর কৃপায় রাজা বুঝিতে পারিলেন। সাত-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভুর যুগপৎ অবস্থিতিও যে রহস্যের অন্যতর,—রাজা তাহাও উপলব্ধি করিলেন।

৬১। প্রত্যক্ষভাবে 'রাজা'-নামের প্রতি আচার্য্যলীলাভিনয়-কারী প্রভুর তীব্র বিতৃষ্ণা, কিন্তু পরোক্ষভাবে তাঁহার প্রতি এত কৃপা যে, রাজা প্রভুকৃপায় তাঁহার গূঢ়লীলা-রহস্য পর্য্যন্ত ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। বাস্তবিক মহাপ্রভুর এই কৃপা ও বঞ্চনলীলা অর্থাৎ যুগপৎ ঈশ্বর ও জীববৎ লীলার তাৎপর্য্য—তাঁহারই ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অপর কেহই বুঝিতে সমর্থ নহে।

দ্বাপরে রাসে ও মহিষী-বিবাহেও এইরূপ প্রকাশ ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে রাসাদি-লীলা কৈল বৃন্দাবনে ।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈল ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৬৬ ॥

"অপ্রাকৃতবস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর" ঃ—

ভক্তগণ অনুভবে, নাহি জানে আন ।
শ্রীভাগবত-শাস্ত্র তাহাতে প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥

প্রভুর নর্ত্তনে লোকোদ্ধার ঃ—

এইমত মহাপ্রভু করে নৃত্য-রঙ্গে ।
ভাসাইল সব লোক প্রেমের তরঙ্গে ॥ ৬৮ ॥

সগণ প্রভুর নর্ত্তন-কীর্ত্তনের মধ্যে জগন্নাথের রথারোহণ ও গুণ্ডিচা-গমন ঃ—

এইমত হৈল কৃষ্ণের রথে আরোহণ ।
তার আগে প্রভু নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৬৯ ॥
আগে শুন জগন্নাথের গুণ্ডিচা-গমন ।
তার আগে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন ॥ ৭০ ॥
এইমত কীর্ত্তন প্রভু করিল কতক্ষণ ।
আপন-উদ্যোগে নাচাইল ভক্তগণ ॥ ৭১ ॥

নর্ত্তনেচ্ছা-হেতু ৯ জন ভক্তসহ স্বরূপের কীর্ত্তন-দল-গঠন ঃ—

আপনি নাচিতে যবে প্রভুর মন হৈল ।
সাত সম্প্রদায় তবে একত্র করিল ॥ ৭২ ॥
শ্রীবাস, রামাই, রঘু, গোবিন্দ, মুকুন্দ ।
হরিদাস, গোবিন্দানন্দ, মাধব, গোবিন্দ ॥ ৭৩ ॥

অনুভাষ্য

৬৫। সাতটী কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ে স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশেচ্ছাময় প্রভু ইচ্ছানুরূপ কখনও এক মূর্ত্তি, কখনও বহুমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া স্বয়ং নাচিয়া, গাহিয়া এবং ভক্তগণকে নাচাইয়া আনন্দ আস্বাদন করিতে এতই মত্ত ছিলেন যে, নিজস্বরূপ-বিষয়ে অনুসন্ধান বা লক্ষ্য করিবার আদৌ অবকাশ পান নাই—যেন সম্পূর্ণ আত্ম-বিস্মৃত হইয়াছিলেন! (তাঁহার অপ্রাকৃত চিন্ময় অনন্তলীলা-বৈচিত্র্যের,—চিদ্বিলাসের, ইহাও একটী ব্যাপার) ; কিন্তু ইচ্ছা-মাত্রেই স্বরূপশক্তিরূপিণী ইচ্ছা-শক্তি প্রভুর প্রকাশ-বিগ্রহ প্রকটিত করিয়া স্বীয় প্রভুর সেবা বিধান করিলেন।

৬৭। কৃষ্ণলীলায় যে-প্রকার রাসস্থলীতে কৃষ্ণের বহুত্ব এবং মহিষী-বিবাহে যে-প্রকার একই মূর্ত্তি অনেক হইয়া প্রকট হইয়াছিলেন, তদ্রূপ গৌর-লীলায় সাতটী ভিন্ন ভিন্ন কীর্ত্তন-সম্প্রদায়ের ভক্তগণের নিকট ও প্রতাপরুদ্রাদি দ্রষ্টৃবর্গের চক্ষে ভগবান্ গৌরসুন্দর অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন। ভক্ত ব্যতীত তাঁহার লোকাতীত লীলাদর্শনে অন্যের অধিকার হয় না। রাসে ও মহিষী-বিবাহে কৃষ্ণের যুগপৎ অনেক মূর্ত্তিতে প্রকট হইবার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে আছে।

উদ্দণ্ড-নৃত্যে প্রভুর যবে হৈল মন ।
স্বরূপের সঙ্গে দিল এই নব জন ॥ ৭৪ ॥

অন্যান্য ভক্তের চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তন ঃ—

এই দশ জন প্রভুর সঙ্গে গায়, ধায় ।
আর সব সম্প্রদায় চারিদিকে গায় ॥ ৭৫ ॥

প্রভুর জগন্নাথ-স্তুতি ঃ—

দণ্ডবৎ করি, প্রভু যুড়ি' দুই হাত ।
উর্দ্ধমুখে স্তুতি করে দেখি' জগন্নাথ ॥ ৭৬ ॥

বিষ্ণুপুরাণে (১।১৯।৬৫)—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীকুলশেখর-কৃত মুকুন্দমালা-স্তোত্রে—

জয়তি জয়তি দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ
জয়তি জয়তি কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ ।
জয়তি জয়তি মেঘশ্যামলঃ কোমলাঙ্গো
জয়তি জয়তি পৃথ্বীভারনাশো মুকুন্দঃ ॥ ৭৮ ॥

অপ্রাকৃত নবীন কামদেবের জয় ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৯০।৪৮)—

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্ ।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিত-শ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥ ৭৯ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৭৭। ব্রহ্মণ্যদেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতস্বরূপ, জগতের মঙ্গল-স্বরূপ, কৃষ্ণস্বরূপ ও গোবিন্দস্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে নমস্কার করি।

৭৮। এই দেবকীনন্দন-দেবতা জয়যুক্ত হউন ; এই বৃষ্ণি-বংশ-প্রদীপ কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ; এই নবজলধর-শ্যাম কোমলাঙ্গ-কৃষ্ণ জয়যুক্ত হউন ; পৃথিবীর ভারনাশী মুকুন্দ জয়যুক্ত হউন।

৭৯। জননিবাস, দেবকীজন্মবাদ (দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ-কারিরূপে খ্যাত), যদুদিগের সভাপতি, নিজবাহুদ্বারা অধর্ম্ম-নাশকারী, স্থাবর-জঙ্গমের পাপহারী, মধুর-হাস্য মুখের দ্বারা ব্রজপুর-বনিতাদিগের কামবর্দ্ধনকারী কৃষ্ণচন্দ্র জয়যুক্ত হউন।

অনুভাষ্য

৭৭। গো-ব্রাহ্মণহিতায় (গবাদিসর্ব্বমঙ্গলাকরবস্তূনাং শুভানু-ধ্যায়িনে) ব্রহ্মণ্যদেবায় (ব্রহ্মণ্যানাম্ উপাস্যায়) জগদ্ধিতায় (লোককল্যাণনিবাসায়), গোবিন্দায় কৃষ্ণায় নমঃ নমঃ নমঃ (অসকৃৎ প্রণতিঃ)।

৭৮। অসৌ দেবকীনন্দনঃ (ইতি প্রসিদ্ধঃ) দেবঃ জয়তি

অহং-পদার্থবাচ্য জীবাত্ম-স্বরূপ ঃ—

পদ্যাবলীতে (৭৪) ধৃত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত-শ্লোক—

নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ ৮০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮০। আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়-রাজা নই, বৈশ্য বা শূদ্র নই অথবা ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই ; কিন্তু উন্মীলিত (অর্থাৎ নিত্য স্বতঃপ্রকাশমান) নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণ অমৃতসমুদ্ররূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

অনুভাষ্য

জয়তি (সর্ব্বোত্তমত্বেন বর্ত্ততে) ; বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ (বৃষ্ণীনাং যদূনাং বংশং কুলং প্রদীপয়তি যঃ সঃ বৃষ্ণিকুলোজ্জ্বলকারী) কৃষ্ণঃ জয়তি জয়তি ; মেঘ-শ্যামলঃ (নবঘনশ্যামলঃ ইব বর্ণঃ যস্য সঃ ইন্দ্রনীলঘনশ্যামঃ) কোমলাঙ্গঃ (কোমলং—"যত্তে সুজাত-চরণাম্বুরুহম্" ইত্যাদি-শ্লোকোদিতং সুকোমলম্ অঙ্গং যস্য সঃ কৃষ্ণঃ) জয়তি জয়তি ; পৃথ্বীভারনাশঃ (কৃষ্ণভক্তার্দ্দিতধরা-ভারক্লেশ-নাশন-বীরঃ) মুকুন্দঃ (মুক্তিপ্রদো হরিঃ) জয়তি জয়তি।

৭৯। মহাভাগবত শ্রীশুকদেব দশমস্কন্ধের শেষাংশে সংক্ষেপে শ্রীকৃষ্ণলীলা-বর্ণনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বোত্তমতা কহিতেছেন,—

জননিবাসঃ (জনেষু গোপ-যাদবাদি-মধ্যেষু এব নিবাসো যস্য সঃ, যদ্বা জনানাং জীবানাং যো নিবাসঃ আশ্রয়ঃ, জীবেষু বা নিবসতি অন্তর্যামিতয়া তথা সঃ) দেবকীজন্মবাদঃ (দেবক্যাং জন্ম ইতি বাদমাত্রং যস্য সঃ, অথবা দেবক্যোর্নন্দ-বসুদেবগৃহিণ্যো-র্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ, বস্তুতঃ অজন্মা) যদুবরপরিষৎ (যদুবরাঃ গোপাঃ ব্রজস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ পুরস্থাঃ চ পরিষৎ সভা সেবকরূপা যস্য সঃ) স্বৈঃ দোর্ভিঃ (ইচ্ছামাত্রেণ নিরসনসমর্থো-ঽপি ক্রীড়ার্থং দোর্ভিঃ দোস্তুল্যৈঃ স্বভক্তজনৈঃ অর্জ্জুনাদিভির্বা) অধর্ম্মং (ধর্ম্মপ্রতিপক্ষমসুরসংঘম্) অস্যন্ (ক্ষিপ্যন্, দূরীকুর্ব্বন্, নিঘ্নন্) স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ (স্থিরচরাণাং—স্থিরাণাং স্থাবরাণাং চরাণাং জঙ্গমানাং, বৃজিনং সংসারদুঃখং ব্রজপুরস্থানাং তেষাং সেবকানাং স্ববিয়োগদুঃখং বা হন্তি যঃ সঃ) ব্রজপুরবনিতানাং (ব্রজবনিতানাং পুরবনিতানাঞ্চ মথুরা-দ্বারকা-পুরস্থানুরাগিণীনাং তাসাং যোষিতাং) কামদেবং (কামশ্চাসৌ দিব্যতীতি বিজিগীষতে সংসারমিতি দেবশ্চ, যদ্বা, দেবঃ অপ্রাকৃতস্তৎস্বরূপভূতঃ তং স্বপ্রকাশস্বরূপং) সুস্মিতশ্রীমুখেন (শোভনং স্মিতং তদুপলক্ষিতং প্রসাদবিলাসা-দিকং যত্র তেন স্বভাবত এব শ্রীমতা শোভনহাস্য-যুতেন মুখেনৈব) বর্দ্ধয়ন্ (উদ্দীপয়ন্ সন্) [এবম্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ] জয়তি (সর্ব্বোত্তমত্বেন বর্ত্ততে)।

৮০। অহং (জীবাত্মস্বরূপঃ) বিপ্রঃ (প্রাকৃতবুদ্ধ্যা শৌক্র-সাবিত্র্য-দৈক্ষ-ত্রিবিধ-জন্মাভিমানী ব্রাহ্মণঃ) ন (ন অস্মি), নরপতিঃ (ক্ষত্রিয়ঃ) চ ন, বৈশ্যঃ ন, শূদ্রঃ চ ন (নাহং বর্ণাভি-মানীত্যর্থঃ) ; [পুনঃ] অহং (জীবঃ) বর্ণী (ব্রহ্মচারী) ন, গৃহপতিঃ (গৃহস্থঃ) চ ন, বনস্থঃ (বানপ্রস্থঃ) ন, যতিঃ (তুর্য্যাশ্রমী সন্ন্যাসী বা) ন (নাস্মি—নাহং আশ্রমাভিমানীত্যর্থঃ)। কিন্তু [কোঽহমিতি চেৎ? তত্রাহ—অহং জীবস্বরূপঃ] প্রোদ্যন্নিখিল-পরমানন্দ-পূর্ণা-মৃতাব্ধেঃ (প্রকৃষ্টরূপেণ উদ্যন্ উদয়মাবিষ্কুর্ব্বন্ প্রকাশমান ইতি যাবৎ, যঃ নিখিলঃ পরমানন্দঃ, তেন এব পূর্ণঃ অমৃতাব্ধিঃ তস্য) গোপীভর্ত্তুঃ (গোপীজনবল্লভস্য তস্যৈব স্বয়ংভগবত্তায়াঃ স্বয়ং-রূপত্বাদ্বা) পদকমলয়োঃ (পাদপঙ্কজয়োঃ) দাসদাসানুদাসঃ (বৈষ্ণবদাস্যানুদাস্যে সংপ্রতিষ্ঠিতঃ ত্রিগুণাতীতঃ কৃষ্ণদাসঃ)।

প্রভুর অনুগমনে ভক্তগণের ভগবৎপ্রণাম ঃ—

এত পড়ি' পুনরপি করিল প্রণাম ।
যোড়হাতে ভক্তগণ বন্দে ভগবান্ ॥ ৮১ ॥

প্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্য-বর্ণন ঃ—

উদ্দণ্ড নৃত্য প্রভু করিয়া হুঙ্কার ।
চক্র-ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার ॥ ৮২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

৮২। 'চক্র ভ্রমি ভ্রমে যৈছে অলাত-আকার'—দগ্ধ (জ্বলিত) অঙ্গারচক্রের ন্যায় মহাপ্রভু চক্রভ্রমী-রূপ ভ্রমিতে (ঘুরিতে) লাগিলেন।

অনুভাষ্য

৮২। অলাতচক্র অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডকে অতিদ্রুতবেগে ঘুরাইলে উহা যেমন একটী অবিচ্ছিন্ন জ্বলন্ত চক্রের ন্যায় প্রতিভাত হয়, কিন্তু বাস্তবিক জ্বলন্ত-চক্র নয়, তদ্রূপ মহাপ্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে 'একক'-বিগ্রহ হইয়াও সর্ব্বত্র 'ব্যাপক'-রূপে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

অমৃতাণুকণা—৮০। শ্রুতিতে ভূতশুদ্ধির যে-মন্ত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, আচার্য্য শ্রীশঙ্কর-প্রবর্ত্তিত মায়াবাদ-শাস্ত্রে যাহা অন্যতম মহাবাক্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই "অহং ব্রহ্মাস্মি" (বৃহদারণ্যক)-মন্ত্রের বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তি-গত অর্থ ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বকৃত "নাহং বিপ্রঃ"-শ্লোকে পরিস্ফুট করিয়াছেন। অর্চ্চনের পূর্ব্বে যাহাতে অর্চ্চার অধিষ্ঠানটি সেবনোপযোগিরূপে পরিণত হয়, তজ্জন্যই ভূতশুদ্ধির আবশ্যকতা। কারণ, 'নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ'—অদেব ব্যক্তির দেবতা-অর্চ্চনে অধিকার নাই। "দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ"—দেবত্ব লাভ করিয়াই দেবতা-যজনের বিধি। সেইহেতু লোকাতীত ভগবন্নামাবতার বা অর্চ্চাবতারের প্রতি স্বীয় সেবনবৃত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে সাধক-জীব নিজ অলৌকিক স্বরূপ-সম্বন্ধে অবহিত হইবেন,—নতুবা লৌকিক ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাসনারূপ পিশাচীর দ্বারা আক্রান্ত হইয়া সেবাধিকার-

নৃত্যে প্রভুর যাঁহা যাঁহা পড়ে পদতল।
সসাগর-শৈল মহী করে টলমল ॥ ৮৩ ॥

প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিক বিকার ঃ—

স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, অশ্রু, কম্প, বৈবর্ণ্য।
নানা ভাবে বিবশতা, গর্ব্ব, হর্ষ, দৈন্য ॥ ৮৪ ॥

আছাড় খাঞা পড়ে ভূমে গড়ি' যায়।
সুবর্ণ-পর্ব্বত যৈছে ভূমেতে লোটায় ॥ ৮৫ ॥

নিতাইর রক্ষণ-চেষ্টা ঃ—

নিত্যানন্দপ্রভু দুই হাত প্রসারিয়া।
প্রভুরে ধরিতে চাহে আশপাশ ধাঞা ॥ ৮৬ ॥

চ্যুত হইবেন। ইহাই ভূতশুদ্ধির তাৎপর্য্য। কিন্তু শাঙ্করগণ 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রদ্বারা মুক্তিস্পৃহা-রূপ পিশাচীকে আবাহন করায় তথায় ভূতশুদ্ধি সুদূরপরাহত হইয়া পড়ে। "জ্ঞানী জীবন্মুক্তদশা পাইনু করি মানে। বস্তুতঃ বুদ্ধি শুদ্ধ নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে।।" (চৈঃ চঃ মঃ ২২।২৯)। তাঁহাদের যে ব্রহ্মধ্যান, তাহা ব্রহ্ম (?) হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মকে পরিবর্জ্জনের জন্যই, ব্রহ্ম-পূজনের উদ্দেশ্যে নহে। কিন্তু শ্রুতি বলিতেছেন,—"ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"—ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্মকে লাভ হয় ; "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা"—সেই মুক্তাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত যাবতীয় সেবাভিলাষ উপভোগ করেন। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা কহিতেছেন,—"ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্।।"

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ববেদান্তের সাররূপে জীবের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া কহিতেছেন,—"সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্‌ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণম্" (ভাঃ ১২।১৩।১২)। ব্রহ্মে যে লক্ষণ, জীবাত্মায় সেই লক্ষণ বর্ত্তমান—উভয়ে সজাতীয় সমতাৎপর্য্যপর না হইলে অদ্বয়জ্ঞান সিদ্ধ হয় না। ভেদজগতে যে অবস্থা, জ্ঞেয়পদার্থ সেইরূপ ভেদজাতীয় হইলে অদ্বয়জ্ঞানের পরিবর্ত্তে জড়ভোগ বা ত্যাগমূলক চিন্ত্য দ্বৈতবাদের অপকৃষ্টতা আসিয়া উপস্থিত হয়। 'আমার নিত্য চেতনময়, আনন্দময়, জ্ঞানময় প্রভু তিনি, আমি তাঁহার আনন্দবিধানকারী চিৎকণ পদার্থ, তাঁহা-ভিন্ন আমার অবস্থানই মায়া, অবিদ্যা'—ইহাই ব্রহ্মের সহিত জীবের একত্বের লক্ষণ। এইস্থলেই অদ্বয়জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়া ব্রহ্মের সহিত জীবের নিত্য সেব্য-সেবক, ব্যাপক-ব্যাপ্য সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া জীবকে পরংব্রহ্ম-সন্নিধানে উপনীত করায়—"ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ" (ভাঃ ১১।১২।১৩)।

শ্রুতি-কথিত সেই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রে জীবের যে স্বরূপ-বিজ্ঞান অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে, তাহাই "বেদান্তকৃদ্-বেদবিদেব চাহম্" (গীঃ ১৫।১৫) অর্থাৎ মূল বেদান্তকারী ও সর্ব্ববেদতাৎপর্য্যবেত্তা ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রকাশ করিতেছেন—'অহং গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাস-দাসানুদাসোঽস্মি'—আমি গোপীনাথ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলযুগলাশ্রিত দাসদাসানুদাস। শ্রুতিগণের বিশেষ অনুসন্ধানের বিষয় যে মুকুন্দপদবী, যাহা বেদান্তের একমাত্র চরম প্রতিপাদ্য বিষয়, তাঁহাকেই মহামহাবৈদান্তিকাগ্রগণ্যা, বিশুদ্ধচেতনে অবস্থিতা, পরমসিদ্ধা গোপীগণ সর্ব্বচিদিন্দ্রিয়-দ্বারা সর্ব্বোন্নত-রসে সেবায় নিয়োজিতা। পরংব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নিখিল পরমানন্দ-অমৃতসিন্ধু হইয়াও, যাঁহারা তাঁহার সর্ব্ব আনন্দের উৎস—স্ব-স্ব-ভজনানুসারে তিনি সকলকে ভজনে (প্রতিদানে) সমর্থ হইলেও যাঁহাদিগের প্রীতির অনুরূপ প্রতিদানে সমর্থ হন না—যাঁহাদিগের তুল্য অপর তাঁহার মর্ম্মজ্ঞ নাই, সেই সর্ব্বগোপীশ্রেষ্ঠা, মূলা হ্লাদিনী-স্বরূপিণী, পরা ব্রহ্মস্বরূপা, স্বরূপশক্তি শ্রীবার্ষভানবীর দয়িতের দাসদাসানুদাস-সূত্রে তটস্থাশক্তিজাত, কেশাগ্রের শত-সহস্র-ভাগস্বরূপ অণুচেতন পদার্থ জীব নিজকে সম্বন্ধিত করিতে পারিলে, তাহা, জীবের আত্মগত-বিচারে যতপ্রকার পরিচয় সম্ভব, তন্মধ্যে সর্ব্বশিরোমণিরূপে দেদীপ্যমান হইয়া ব্রহ্মা-শিবাদিরও বন্দনীয়রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাই 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রের স্বরূপাবধি।

সেই আত্মজগতে অবিমিশ্র-চেতনরাজ্যে সকলই চেতনময়—তাহাতে অচেতনতা, অনিত্যতা, অবরতা, অসম্পূর্ণতা বা অভাবের অবকাশ নাই। অপরদিকে এই অনাত্মজগৎ—মিশ্রচেতনরাজ্য, এস্থানে অচেতনের মধ্যে চেতনের বিকাশ-হেতু নিত্যতা, সম্পূর্ণতা, অকপটতা, অব্যভিচারিতা, ঈশতা, নির্গুণতা, অবিমিশ্রতা প্রভৃতির অবস্থিতি নাই—"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (গীতা ২।১৬)। তজ্জন্য এই ব্রহ্মাণ্ডগত যাবতীয় স্থূল-সূক্ষ্মভাব চিদ্-অচিদ্-মিশ্র বলিয়া তাহা অনুপাদেয়তা, অচেতনতা, অসম্পূর্ণতা-রহিত হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেই সমগ্র স্থূল-সূক্ষ্মভাব পরিহারার্থে উপদেশ করিয়াছেন,—'আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য বা শূদ্রও নহি, কিম্বা আশ্রমবিচারে আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাসীও নহি।' "অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে" (গীতা ৩।৪৩)—অশুদ্ধ-অহঙ্কারদ্বারা জীব বিমূঢ়তা লাভ করিয়া 'আমিই কর্ত্তা'-অভিমানে নিজ-সুবিধামত কখনও ভোগী, কখনও ত্যাগী হইয়া পড়ে। সেই অশুদ্ধ-অহঙ্কারবশতঃ বর্ণাশ্রম-বিচারে বা 'জন্ম-ঐশ্বর্য্য-শ্রুত-শ্রী'র পরিমাপে জীবের যাবতীয় অভিমান সকলই নিতান্ত জড়ীয় অথবা অচিদ্‌মিশ্র, কুণ্ঠাযুক্ত। সুতরাং তত্তদ্-অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া কেবল-চেতনরাজ্য বৈকুণ্ঠে অভিযান সম্ভব হয় না।

জীবের শুদ্ধ-অহঙ্কারে অদ্বয়জ্ঞান-পরতত্ত্বের সেবকবিচারে যে কেবল তদ্দাসদাসানুদাস অভিমান, তাহা কিছু জড়ীয় দৈন্য নহে। এ জগতে দৈন্যের কারণ দূরীভূত হইলেই দম্ভ আসিয়া উপস্থিত হয়, সুতরাং সে-দৈন্য দম্ভেরই দ্বিতীয়রূপ। 'অশুদ্ধ-অহং'গ্রস্ত জীব 'অহং ব্রহ্মাস্মি'-মন্ত্রে নিজকে ব্রহ্মের প্রতিযোগিরূপে ধ্যান করত কেবল দম্ভমাত্র সঞ্চয় করিয়া ভগবচ্চরণকমলে অপরাধ করিতে থাকে এবং তৎফলে অধঃপতন তাহার অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু "গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ" বা সম্রাট্ কুলশেখর-কৃত 'ত্বদ্‌ভৃত্য-ভৃত্য-পরিচারক-ভৃত্যভৃত্য-ভৃত্যস্য ভৃত্য ইতি মাং স্মর লোকনাথ'—এইরূপে যে আত্মগত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র-অভিমান, তাহা জগতে তৃণমধ্যে যে জড়ের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাভিমান নিহিত আছে, উহারও অতীত। সেই আত্মগত দৈন্য শুদ্ধভক্তির অনুভাব-রূপে মাত্র প্রকাশিত হয় এবং তাহা ভক্তির সম্বর্দ্ধনক্রমে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া কৃষ্ণাকর্ষণ করে। তখন দৈন্যের কারণ দূরীভূত হইলেও সেই দৈন্য নবনবায়মান হইয়া কৃষ্ণপ্রীত্যুৎপাদক বিভূষণে পরিণত হয়।

প্রভুর পশ্চাতে হরিধ্বনি-নিরত অদ্বৈত ঃ—

প্রভু-পাছে বুলে আচার্য্য করিয়া হুঙ্কার ।
'হরিবোল' 'হরিবোল' বলে বার বার ॥ ৮৭ ॥

প্রভুকে লোকস্পর্শ হইতে রক্ষণার্থ তিনদলের বেষ্টন ঃ—

লোক নিবারিতে [illegible] তিন মণ্ডল ।
প্রথম-মণ্ডলে নিত্যানন্দ মহাবল ॥ ৮৮ ॥

কাশীশ্বর মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ ।
হাতাহাতি করি' হৈল দ্বিতীয় আবরণ ॥ ৮৯ ॥

বাহিরে প্রতাপরুদ্র লঞা পাত্রগণ ।
মণ্ডল হঞা করে লোক নিবারণ ॥ ৯০ ॥

হরিচন্দন-সঙ্গে রাজার প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

হরিচন্দনের স্কন্ধে হস্ত আলম্বিয়া ।
প্রভুর নৃত্য দেখে রাজা আবিষ্ট হঞা ॥ ৯১ ॥

রাজসম্মুখে শ্রীবাসের প্রভুনৃত্য-দর্শন-সেবা ঃ—

হেনকালে শ্রীনিবাস প্রেমাবিষ্ট-মন ।
রাজার আগে রহি' দেখে প্রভুর নর্ত্তন ॥ ৯২ ॥

অবাধে রাজার দর্শন-সুযোগজন্য শ্রীবাসকে হরিচন্দনের মৃদুভাবে অপসারণ-চেষ্টা ঃ—

রাজার আগে হরিচন্দন দেখে শ্রীনিবাস ।
হস্তে তাঁরে স্পর্শি কহে,—'হও একপাশ ॥' ৯৩ ॥

সেবা-রত শ্রীবাসের পুনঃ পুনঃ সেবা-বিঘ্নহেতু ক্রোধ ঃ—

নৃত্যাবেশে শ্রীনিবাস কিছুই না জানে ।
বার বার ঠেলে, তেঁহো ক্রোধ হৈল মনে ॥ ৯৪ ॥

হরিচন্দনকে চপেটাঘাত, তৎফলে তাহার ক্রোধ ঃ—

চাপড় মারিয়া তারে কৈল নিবারণ ।
চাপড় খাঞা ক্রুদ্ধ হৈলা হরিচন্দন ॥ ৯৫ ॥

হরিচন্দনকে রাজার নিবারণ ঃ—

ক্রুদ্ধ হঞা তাঁরে কিছু চাহে বলিবারে ।
আপনি প্রতাপরুদ্র নিবারিল তারে ॥ ৯৬ ॥

বৈষ্ণবকর্ত্তৃক অপমান বা আঘাতও সৌভাগ্যসূচক ঃ—

"ভাগ্যবান্ তুমি—ইঁহার হস্ত-স্পর্শ পাইলা ।
আমার ভাগ্যে নাহি, তুমি কৃতার্থ হৈলা ॥" ৯৭ ॥

নিষ্পলকনেত্রে নিশ্চলভাবে জগন্নাথের প্রভুনৃত্যদর্শনে পরমানন্দ ঃ—

প্রভুর নৃত্য দেখি' লোকে হৈল চমৎকার ।
অন্য আছুক্, জগন্নাথের আনন্দ অপার ॥ ৯৮ ॥

রথ স্থির কৈল, আগে না করে গমন ।
অনিমিষ-নেত্রে করে নৃত্য দরশন ॥ ৯৯ ॥

প্রভুনৃত্যদর্শনে সুভদ্রা ও বলরামের হর্ষ ঃ—

সুভদ্রা-বলরামের হৃদয়ে উল্লাস ।
নৃত্য দেখি' দুই জনার শ্রীমুখেতে হাস ॥ ১০০ ॥

অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব-কদম্ব-শোভিত প্রভুর রূপ ও লীলা ঃ—

উদ্দণ্ড নৃত্যে প্রভুর অদ্ভুত বিকার ।
অষ্টসাত্ত্বিক-ভাব উদয় সমকাল ॥ ১০১ ॥

মাংস ব্রণ-সম রোমবৃন্দ পুলকিত ।
শিমুলীর বৃক্ষ যেন কণ্টক-বেষ্টিত ॥ ১০২ ॥

এক এক দন্তের কম্প দেখিতে লাগে ভয় ।
লোকে জানে, দন্ত সব খসিয়া পড়য় ॥ ১০৩ ॥

সর্ব্বাঙ্গে প্রস্বেদ, তাতে রক্তোদ্গম ।
'জজ গগ' 'জজ গগ"—গদ্গদ-বচন ॥ ১০৪ ॥

জলযন্ত্র-ধারা যৈছে বহে অশ্রুজল ।
আশ-পাশে লোক যত ভিজিল সকল ॥ ১০৫ ॥

অনুভাষ্য

৮৮। মহাবল—শ্রীবলদেব।

তিনমণ্ডল—লোক-বিমর্দ্দন-নিবারণ-কল্পে মহাপ্রভুকে কেন্দ্র-স্থলে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভক্তগণ আপনাদিগকে চক্রাকারে বেষ্টন করিয়া তিনটী ভিন্ন বৃত্ত রচনা করিলেন। প্রথম-বৃত্তে—অন্যান্য ভক্তসহ নিত্যানন্দপ্রভু, প্রথম-বৃত্তকে কেন্দ্র করিয়া পুনরায় চক্রাকারে বেষ্টনপূর্ব্বক কাশীশ্বর ও মুকুন্দাদি এবং দ্বিতীয়-বৃত্তকে কেন্দ্রজ্ঞানে লোকসমূহদ্বারা বেষ্টন করাইয়া প্রতাপরুদ্র রাজা তৃতীয়-বৃত্ত রচনা করিলেন। তৃতীয়-বৃত্তদ্বারা আবরণ করিয়া, দ্বিতীয়, প্রথম ও তদন্তঃস্থিত শ্রীমহাপ্রভুকে লোকের ভিড় হইতে স্বতন্ত্র করিলেন। উদ্দেশ্য,—লোকের ভিড়ে তৃতীয়মণ্ডল বিপর্য্যস্ত হইলে দ্বিতীয় এবং তাহাও তদ্রূপ সম্মর্দ্দিত হইলে, প্রথম-মণ্ডল প্রভুর সংরক্ষণ-কার্য্যে আসিবে।

৯৫। তারে—হরিচন্দনকে।

৯৬। তাঁরে—শ্রীবাসকে।

১০১। একইকালে আটপ্রকার সাত্ত্বিক ভাবের উদয়।

১০২। প্রভুর রোমবৃন্দ পুলকিত হইয়া লোমকূপের মাংস ব্রণ-সদৃশ দৃষ্ট হইল।

১০৪। 'জজ গগ'—'জগন্নাথ' বলিতে অর্থাৎ উচ্চারণ করিতে প্রভুর তাদৃশ অস্ফুট-বাক্য।

১০৫। জল-যন্ত্র—পিচ্‌কারী অথবা জল-সেচনী ঝাঁজ্‌রা বা ফোয়ারা।

দেহকান্তি গৌরবর্ণ দেখিয়ে অরুণ ।
কভু কান্তি দেখি' যেন মল্লিকা-পুষ্পসম ॥ ১০৬ ॥
কভু স্তম্ভ, কভু প্রভু ভূমিতে লোটায় ।
শুষ্ককাষ্ঠসম পদ-হস্ত না চলয় ॥ ১০৭ ॥
কভু ভূমে পড়ে, কভু শ্বাস হয় হীন ।
যাহা দেখি' ভক্তগণের প্রাণ হয় ক্ষীণ ॥ ১০৮ ॥

প্রভুর মুখচন্দ্রে ফেণামৃত-ধারা ঃ—

কভু নেত্রে-নাসায় জল, মুখে পড়ে ফেন ।
অমৃতের ধারা চন্দ্রবিম্বে বহে যেন ॥ ১০৯ ॥

শুভানন্দের পান ঃ—

সেই ফেন লঞা শুভানন্দ কৈল পান ।
কৃষ্ণপ্রেমরসিক তেঁহো মহাভাগ্যবান্ ॥ ১১০ ॥

নর্ত্তনান্তে প্রভুর কান্তসহ কান্তার মিলনগীতি-শ্রবণ ঃ—

এইমত তাণ্ডব-নৃত্য কৈল কতক্ষণ ।
ভাব-বিশেষে প্রভুর প্রবেশিল মন ॥ ১১১ ॥
তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়ি' স্বরূপেরে আজ্ঞা দিল ।
হৃদয় জানিয়া স্বরূপ গাইতে লাগিল ॥ ১১২ ॥

শ্রীদামোদরস্বরূপের গীত ঃ—

তথাহি পদম্—

"সেই ত' পরাণ-নাথ পাইনু ।
যাহা লাগি' মদন-দহনে ঝুরি' গেনু ॥" ১১৩ ॥ ধ্রু ॥

গীত-শ্রবণে প্রভুর নৃত্য ঃ—

এই ধুয়া উচ্চৈঃস্বরে গায় দামোদর ।
আনন্দে মধুর নৃত্য করেন ঈশ্বর ॥ ১১৪ ॥

জগন্নাথের প্রভু-পশ্চাতে গমন ঃ—

ধীরে ধীরে জগন্নাথ করেন গমন ।
আগে নৃত্য করি' চলেন শচীর নন্দন ॥ ১১৫ ॥

সকল ভক্তেরই জগন্নাথমুখী হইয়া নর্ত্তন-কীর্ত্তন ঃ—

জগন্নাথে নেত্র দিয়া সবে নাচে, গায় ।
কীর্ত্তনীয়া সহ প্রভু পাছে পাছে যায় ॥ ১১৬ ॥

বহুকাল-বিরহান্তে শ্রীরাধাভাবান্বিত প্রভুর দয়িত শ্রীকৃষ্ণসহ মিলন ঃ—

জগন্নাথ-মগ্ন প্রভুর নয়ন-হৃদয় ।
শ্রীহস্তযুগে করে গীতের অভিনয় ॥ ১১৭ ॥

শ্রীরাধাভাব-সুবলিত প্রভুতেই কৃষ্ণাপেক্ষা অধিক প্রেম ঃ—

গৌর যদি পাছে চলে, শ্যাম হয় স্থিরে ।
গৌর আগে চলে, শ্যাম চলে ধীরে ধীরে ॥ ১১৮ ॥
এইমত গৌর-শ্যামে, দোঁহে ঠেলাঠেলি ।
স্বরথে শ্যামেরে রাখে গৌর মহাবলী ॥ ১১৯ ॥

বিচ্ছেদান্তে মিলনস্থলের স্মৃতি-দ্যোতক শ্লোক-পাঠ ঃ—

নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈলা ভাবান্তর ।
হস্ত তুলি' শ্লোক পড়ে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥ ১২০ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১১৩। তাণ্ডব-নৃত্য ছাড়িয়া মহাপ্রভুর হৃদয়ে কুরুক্ষেত্র-মিলনে শ্রীরাধার ভাব উদিত হইল। বহুদিন বিচ্ছেদের পর, এই গানটী স্বভাবতঃই আসিয়া উপস্থিত হইল।

১১৮। যে-সময়ে গৌরচন্দ্র গীতের অভিনয় করিতে করিতে পিছু হাঁটেন, জগন্নাথ তখন স্থির হইয়া দাঁড়ান ; গৌর যখন আগে চলেন, জগন্নাথ তখন ধীরে ধীরে অগ্রসর হন।

অনুভাষ্য

১১০। শুভানন্দ—আদি, ১০ম পঃ ১১০ সংখ্যা এবং মধ্য, ১৩শ পঃ ৩৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৩। মধ্য, ১ম পঃ ৫৩-৫৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১১৮-১১৯। শ্রীমহাপ্রভুর ভাব এই যে—ব্রজেন্দ্রনন্দন গোকুল-বাসিনীদিগকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মত্ত হইয়াছিলেন, পরে কুরুক্ষেত্র-মিলনে তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করেন। এস্থলে, ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপ শ্রীজগন্নাথদেবকে রাধাভাবসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্যলীলা-ক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্র-নীলাচল হইতে মাধুর্য্য-লীলাভূমি গুণ্ডিচার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। শ্রীরাধা ও গোপীগণের ভাবে ভাবান্বিত গৌরহরির পশ্চাৎপদ হইবার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজভাববিস্মৃত হইয়া তাঁহাদিগকে (শ্রীরাধাদি গোপীগণকে) অনাদর করিয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের চেষ্টায় পুনরায় কৃষ্ণের ব্রজগত-মাধুরীর উদয়-হেতু ঐশ্বর্য্যলীলা হইতে মাধুর্য্যলীলার উৎকর্ষ উপলব্ধি হওয়ায় কৃষ্ণের রথবিজয়। শ্রীরাধাদি ব্রজজনের প্রতি আন্তরিক সৌহার্দ্দের বশবর্ত্তী হইয়া কৃষ্ণ বাস্তবিকই যাইতেছেন কিনা, অথবা তাঁহার তদিতর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ-নিরাকরণ-জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু পিছাইয়া পড়িতেছেন। মহাপ্রভুর হৃদ্গত ভাব অবগত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেবও স্বীয় গতি বন্ধ করিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ, বৃন্দাবনেশ্বরীর অভাবে ব্রজভাবের সৌষ্ঠব-সম্ভাবনা নাই। জগন্নাথকে অপেক্ষা করিতে দেখিয়া গোপীভাবের সামর্থ্য বুঝিয়া উৎসাহিত হইয়া গৌরসুন্দর অগ্রসর হইলে শ্রীজগন্নাথদেবও লজ্জিত হইয়া ধীরে ধীরে তাঁহার অনুগমন করিতেছেন। শ্রীরাধাদি-গোপীভাবে ভাবুক গৌরের অনুগমন ও গৌরের জন্য অপেক্ষা-যোগ্যতা জগন্নাথদেবেরই দেখা যায়, সুতরাং জগন্নাথের প্রতি মহাপ্রভুর

তথাহি কাব্যপ্রকাশে (১।৪), সাহিত্যদর্পণে (১।১০) ;
পদ্যাবলীতে (৩৮২)—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥ ১২১ ॥

প্রভুর হৃদয়ভাব-রসজ্ঞ শ্রীস্বরূপ ঃ—

এই শ্লোক মহাপ্রভু পড়ে বার বার ।
স্বরূপ বিনা অর্থ কেহ না জানে ইহার ॥ ১২২ ॥

শ্লোকার্থ প্রথম পরিচ্ছেদে ব্যাখ্যাত ঃ—

এই শ্লোকার্থ পূর্ব্বে করিয়াছি ব্যাখ্যান ।
শ্লোকের ভাবার্থ করি সংক্ষেপে আখ্যান ॥ ১২৩ ॥

বহুকাল বিরহান্তে কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণসহ গোপীগণের মিলন ঃ—

পূর্ব্বে যৈছে কুরুক্ষেত্রে সব গোপীগণ ।
কৃষ্ণের দর্শন পাঞা আনন্দিত মন ॥ ১২৪ ॥

জগন্নাথ-দর্শনেও প্রভুর তদ্রূপ গোপী-ভাব ঃ—

জগন্নাথ দেখি' প্রভুর সে ভাব উঠিল ।
সেই ভাবাবিষ্ট হঞা ধুয়া গাওয়াইল ॥ ১২৫ ॥

রাজবেশী কৃষ্ণের প্রতি গোপবধূ শ্রীমতী রাধিকার উক্তি ঃ—

অবশেষে রাধা কৃষ্ণে করে নিবেদন ।
'সেই তুমি, সেই আমি, সেই নব সঙ্গম ॥ ১২৬ ॥
তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন ।
বৃন্দাবনে উদয় করাও আপন-চরণ ॥ ১২৭ ॥
ইঁহা লোকারণ্য, হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি ।
তাঁহা পুষ্পারণ্য, ভৃঙ্গ-পিক-নাদ শুনি ॥ ১২৮ ॥
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ ।
তাঁহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ॥ ১২৯ ॥
ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ-আস্বাদন ।
সেই সুখসমুদ্রের ইঁহা নাহি এক কণ ॥ ১৩০ ॥
আমা লঞা পুনঃ লীলা করহ বৃন্দাবনে ।
তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয় ত' পূরণে ॥' ১৩১ ॥

১ম পরিচ্ছেদে সূত্রবর্ণন-মধ্যে ইহা বর্ণিত ঃ—

ভাগবতে আছে যৈছে রাধিকা-বচন ।
পূর্ব্বে তাহা সূত্রমধ্যে করিয়াছি বর্ণন ॥ ১৩২ ॥

ভাগবত-শ্লোকার্থ স্বরূপ ও রূপ ব্যতীত অন্যের অজ্ঞেয় ঃ—

সেই ভাবাবেশে প্রভু পড়ে আর শ্লোক ।
সেই সব শ্লোকের অর্থ নাহি বুঝে লোক ॥ ১৩৩ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি জানে, না কহে অর্থ তার ।
শ্রীরূপ-গোসাঞি কৈল সে অর্থ প্রচার ॥ ১৩৪ ॥

নৃত্যমধ্যে নিত্যাস্বাদিত শ্লোকের উচ্চারণ ঃ—

স্বরূপ সঙ্গে যার অর্থ করে আস্বাদন ।
নৃত্যমধ্যে সেই শ্লোক করেন পঠন ॥ ১৩৫ ॥

গোপীর স্বগৃহে কৃষ্ণকে পাইতে আকাঙ্ক্ষা ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৮)—

আহুশ্চ তে নলিন-নাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ ॥ ১৩৬ ॥

অস্যার্থঃ ; [যথা রাগঃ—]

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধহৃদয়রূপ বৃন্দাবনেই কৃষ্ণের
উদয়-যোগ্যতা ঃ—

"অন্যের হৃদয়—মন, মোর মন—বৃন্দাবন,
'মনে' 'বনে' এক করি' জানি ।
তাঁহা তোমার পদদ্বয়, করাহ যদি উদয়,
তবে তোমার পূর্ণ কৃপা মানি ॥ ১৩৭ ॥

শুদ্ধহৃদয়ে কৃষ্ণসঙ্গ-লালসা ঃ—

প্রাণনাথ, শুন মোর নিবেদন ।
ব্রজ—আমার সদন, তাঁহা তোমার সঙ্গম,
না পাইলে না রহে জীবন ॥ ১৩৮ ॥ ধ্রু ॥

অনুভাষ্য

ভাব ও মহাপ্রভুর প্রতি জগন্নাথের ভাব,—উভয়ের এই প্রকার ভাবের ঠেলাঠেলিতে বা সংমর্দ্দে শ্রীরাধাভাব-সুবলিত মহাপ্রভু অথবা তাঁহার প্রেমই অধিকতর বলবান্।

১২১-১২২। মধ্য, ১ম পঃ ৫৮-৫৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১২৩। মধ্য, ১ম পঃ ৫৩, ৭৭-৮০, ৮২-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩২। মধ্য, ১ম পঃ ৮১ সংখ্যা, ১৩শ পঃ ১৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৩-১৩৫। মধ্য, ১ম পঃ ৫৯-৬০, ৬৯-৭২ ও ৭৬-৮৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৭। অন্যলোকের মনই হৃদয় ; কিন্তু আমার মন বৃন্দাবন হইতে পৃথক্ নয়। মন ও বৃন্দাবনকে 'এক' বলিয়াই আমি জানি।

অনুভাষ্য

১৩৬। মধ্য, ১ম পঃ ৮১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৩৭। প্রাকৃত মানব সঙ্কল্প ও বিকল্পাত্মক ধর্ম্মবিশিষ্ট হৃদয়কে 'মন' বলিয়া জানে। প্রাকৃত-ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া আমার কৃষ্ণসেবাপর চিত্তকেই আমি শ্রীরাধাকৃষ্ণ-বিহারস্থল

কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছায় ঐশ্বর্য্যসূচক জ্ঞান শিথিল ঃ—

পূর্ব্বে উদ্ধব-দ্বারে, এবে সাক্ষাৎ আমারে,
যোগ-জ্ঞানে কহিলা উপায় ।
তুমি—বিদগ্ধ, কৃপাময়, জানহ আমার হৃদয়,
মোরে ঐছে কহিতে না যুয়ায় ॥ ১৩৯ ॥

ঐকান্তিক কৃষ্ণপ্রেমে তদিতরাভিনিবেশ অসম্ভব ঃ—

চিত্ত কাঢ়ি' তোমা হৈতে, বিষয়ে চাহি লাগাইতে,
যত্ন করি, নারি কাঢ়িবারে ।
তারে ধ্যান শিক্ষা করাহ, লোক হাসাঞা মার,
স্থানাস্থান না কর বিচারে ॥ ১৪০ ॥

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানাভ্যাসে গোপীর বিরাগ ঃ—

নহে গোপী যোগেশ্বর, পদকমল তোমার,
ধ্যান করি' পাইবে সন্তোষ ।
তোমার বাক্য-পরিপাটী, তার মধ্যে কুটিনাটী,
শুনি' গোপীর আরো বাঢ়ে রোষ ॥ ১৪১ ॥

কৃষ্ণবিরহের গ্রাস হইতেই গোপীর উদ্ধারলাভে ইচ্ছা,
স্বীয় সংসারবন্ধন-মোচনেচ্ছা নাই ঃ—

দেহ-স্মৃতি নাহি যার, সংসার-কূপ কাঁহা তার,
তাহা হৈতে না চাহে উদ্ধার ।
বিরহ-সমুদ্র-জলে, কাম-তিমিঙ্গিল গিলে,
গোপীগণে নেহ' তার পার ॥ ১৪২ ॥

ব্রজলীলা ও স্বজনবর্গের বিস্মরণজন্য কৃষ্ণকে অনুযোগ ঃ—

বৃন্দাবন, গোবর্দ্ধন, যমুনা-পুলিন, বন,
সেই কুঞ্জে রাসাদিক লীলা ।
সেই ব্রজের জনগণ, মাতা, পিতা, বন্ধুগণ,
বড় চিত্র, কেমনে পাসরিলা ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণের ব্রজ-বিস্মৃতি-দর্শনে দয়িতকে দোষ না দিয়া
নিজাদৃষ্টকে ধিক্কার ঃ—

বিদগ্ধ, মৃদু, সদ্‌গুণ, সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ,
তুমি, তোমার নাহি দোষাভাস ।
তবে যে তোমার মন, নাহি স্মরে ব্রজজন,
সে—আমার দুর্দ্দৈব-বিলাস ॥ ১৪৪ ॥

যশোদার দুঃখ জানাইয়া আবেদনদ্বারা কৃষ্ণের করুণোদ্রেকচেষ্টা ;
কৃষ্ণবিচ্ছেদাপেক্ষা ব্রজবাসীর মৃত্যুকামনা ঃ—

না দেখি আপন-দুঃখ, দেখি' ব্রজেশ্বরী-মুখ,
ব্রজজনের হৃদয় বিদরে ।
কিবা মার' ব্রজবাসী, কিবা জীয়াও ব্রজে আসি',
কেন জীয়াও দুঃখ সহাইবারে ? ১৪৫ ॥

কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যলীলায় ব্রজবাসীর অরুচি, অথচ
ব্রজত্যাগে কৃষ্ণবিরহে মৃতবৎ ঃ—

তোমার যে অন্যবেশ, অন্য সঙ্গ, অন্য দেশ,
ব্রজজনে কভু নাহি ভায় ।
ব্রজভূমি ছাড়িতে নারে, তোমা না দেখিলে মরে,
ব্রজজনের কি হবে উপায় ?? ১৪৬ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৩৯-১৪৬। হে কৃষ্ণ, তুমি যখন মথুরায় ছিলে, তখন উদ্ধবমুখে 'জ্ঞানযোগ' উপদেশ প্রেরণ করিয়া জ্ঞানযোগে যে তোমাকে পাওয়া যায়, এই কথা বলিয়াছিলে ; সম্প্রতি এই কুরুক্ষেত্রে সাক্ষাৎ মিলনেও সেইরূপ 'জ্ঞানযোগ' বলিতেছ! আমার হৃদয়—প্রেমময়, ইহাতে জ্ঞানযোগের স্থল নাই। এইরূপ জানিয়াও তোমার এরূপ উপদেশ দেওয়া উচিত নয়। আমি তোমা হইতে চিত্ত উঠাইয়া লইয়া বিষয়ে লাগাইতে চাহিলেও তাহা করিতে পারি না! অতএব তোমাতে এরূপ আনুরক্তিই যখন আমার স্বভাব, তখন আমাকে ধ্যান শিক্ষা দেওয়া—কেবল লোকহাস্যকর মাত্র ; সুতরাং তুমি স্থানাস্থান বিচার কর নাই। গোপী কিছু যোগেশ্বর নয় যে, তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া আনন্দ লাভ করিবে। তোমার বাক্যে পারিপাট্য যথেষ্ট থাকিলেও গোপীকে (তোমার) ধ্যান শিখান—একটী কুটীনাটী (মাত্র) ; এই (ধ্যান-শিক্ষার আবশ্যকতা) শুনিয়া গোপীর অধিক অভিমান জন্মে। গোপীগণের স্বভাবতঃই যখন দেহস্মৃতি নাই, তখন 'সংসার-কূপ' বলিয়া তাহাদের কিছুই নাই ; সুতরাং মুক্তিজনক ধ্যানপদ্ধতি তাহাদের পক্ষে বিফল (মাত্র)। তোমার বিরহসমুদ্রে পতিত গোপীগণকে কেবল তোমার সেবা-কামরূপ তিমিঙ্গিলই (সুবৃহৎ মৎস্যবিশেষ) গিলিতেছে, তাহা অর্থাৎ সেই বিরহ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার কর। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমি তোমার সেই ব্রজজন অর্থাৎ মাতা, পিতা, বন্ধুগণকে কিরূপে ভুলিয়া গেলে? তুমি বিশুদ্ধপুরুষ, মৃদু, সদ্‌গুণদ্বারা সর্ব্বদা সুশীল, স্নিগ্ধ, করুণ, অতএব তোমার এরূপ ব্যবহার দোষাভাসও নয় ; তবে

অনুভাষ্য

'বৃন্দাবন' বলিয়া জানি। প্রাকৃত-বিষয়-চেষ্টারহিত মনকে বৃন্দাবনের সহ 'অভিন্ন' বলিয়া জানি।

১৩৯। উদ্ধব-দ্বারে—ভাঃ ১০ম স্কঃ, ৪৭ অঃ দ্রষ্টব্য।

১৪০। বিষয়—কৃষ্ণেতর বস্তু বা ব্যাপার।

১৪১। কুটিনাটী—কপটতা।

১৪২। দেহস্মৃতি বা দেহাভিনিবেশ হইতেই 'সংসার'—

কৃষ্ণকে ব্রজে আসিতে কাতর আবেদন ঃ—

তুমি—ব্রজের জীবন, ব্রজরাজের প্রাণধন,
তুমি—ব্রজের সকল সম্পদ্ ।
কৃপার্দ্র তোমার মন, আসি' জীয়াও ব্রজজন,
ব্রজে উদয় করাও নিজ-পদ ॥' ১৪৭ ॥

কৃষ্ণের লজ্জা, ব্যাকুলতা এবং শ্রীরাধাকে সান্ত্বনা ঃ—

[পুনর্যথা রাগঃ—]

শুনিয়া রাধিকা-বাণী, ব্রজপ্রেম মনে জানি,
ভাবে ব্যাকুলিত দেহ-মন ।
ব্রজলোকের প্রেম শুনি', আপনাকে 'ঋণী' মানি',
করে কৃষ্ণ তাঁরে আশ্বাসন ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণের সহেতুক প্রত্যুত্তর ঃ—

'প্রাণপ্রিয়ে, শুন, মোর এ সত্য বচন ।
তোমা-সবার স্মরণে, ঝুরোঁ মুঞি রাত্রিদিনে,
মোর দুঃখ না জানে কোন জন ॥ ১৪৯ ॥ ধ্রু ॥

কৃষ্ণকর্ত্তৃক ব্রজবাসিগণের বিশেষতঃ গোপী ও শ্রীরাধিকার স্তুতি ঃ—

ব্রজবাসী যত জন, মাতা, পিতা, সখাগণ,
সবে হয় মোর প্রাণসম ।
তাঁর মধ্যে গোপীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন,
তুমি—মোর জীবনের জীবন ॥ ১৫০ ॥

ব্রজবাসিগণসহ বিচ্ছেদ—কৃষ্ণেরই দুরদৃষ্ট ফল ঃ—

তোমা-সবার প্রেমরসে, আমাকে করিল বশে,
আমি তোমার অধীন কেবল ।
তোমা-সবা ছাড়াঞা, আমা দূর-দেশে লঞা,
রাখিয়াছে দুর্দ্দৈব প্রবল ॥ ১৫১ ॥

পরস্পরের বিচ্ছেদ মৃত্যুজনক হইলেও পরস্পরের প্রীত্যর্থেই কান্ত ও কান্তার জীবনধারণেচ্ছা ঃ—

প্রিয়া প্রিয়-সঙ্গহীনা, প্রিয় প্রিয়া-সঙ্গ বিনা,
নাহি জীয়ে,—এ সত্য প্রমাণ ।
মোর দশা শোনে যবে, তাঁর এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ ॥ ১৫২ ॥

বিরহসত্ত্বেও প্রণয়পাত্রের মঙ্গল বা প্রীতিবাঞ্ছাই যথার্থ প্রেমের পরিচয় ঃ—

সেই সতী—প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয়-হিতে ।
না গণে আপন-দুঃখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
সেই দুই মিলে অচিরাতে ॥ ১৫৩ ॥

শ্রীরাধাকে প্রবোধ-দান-ছলনা ঃ—

রাখিতে তোমার জীবন, সেবি আমি নারায়ণ,
তাঁর শক্ত্যে আসি নিতি-নিতি ।
তোমা-সনে ক্রীড়া করি', পুনঃ যাই যদুপুরী,
তাহা তুমি মানহ মোর স্ফূর্ত্তি ॥ ১৫৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

যে তুমি ব্রজজনকে আর স্মরণ কর না, তাহা কেবল আমারই দুর্দ্দৈববিলাস (দুরদৃষ্টের খেলা)। আমি নিজের দুঃখ দেখিতেছি না, (কিন্তু সত্য বলিতে কি,) ব্রজেশ্বরী যশোদার দুঃখ দেখিয়া ব্রজজনের হৃদয় বাস্তবিকই বিদীর্ণ হয়। তুমি ব্রজবাসীকে বিচ্ছেদের দ্বারা কখনও মৃতবৎ কর, কখনও সংযোগের দ্বারা জীবিত কর,—কেন যে দুঃখ সহাইবার জন্য জীবিত রাখ, তাহা বলিতে পারি না। তোমার যে মাথুর রাজবেশাদি ধারণ—ব্রজ হইতে পৃথক্স্থানে অবস্থান এবং মহিষীগণের সঙ্গ, তাহা ব্রজজনের আদৌ ভাল লাগে না। ব্রজজনের এই এক বিচিত্র কথা যে, তাহারা ব্রজভূমি ছাড়িয়াও অন্যত্র যাইতে পারে না, অথচ তোমাকে না দেখিলেও মরিয়া থাকে ; অতএব ব্রজজনের উপায় কি হইবে, তাহা তুমিই জান।

১৪৯। ঝুরোঁ—রোদন করিয়া থাকি।

অনুভাষ্য

ভাঃ ১১।২।৩৭, ১১।৩।৬ প্রভৃতি অসংখ্য ভাগবত-শ্লোক-প্রমাণ আছে ; বাহুল্য-ভয়ে উদ্ধৃত হইল না। গোপীগণের (এবং সিদ্ধ

অনুভাষ্য

১৫২। প্রিয়সঙ্গহীনা প্রিয়া স্ত্রী, প্রিয়া-সঙ্গহীন প্রিয়পুরুষ যে বাঁচিতে পারে না,—ইহাই সত্য প্রমাণ ; তথাপি (উভয়ে এই মনে করিয়া) এইজন্য বাঁচিয়া থাকে যে, 'আমি মরিয়াছি শুনিলে তাহারও মৃত্যু হইবে।'

১৫৪। তুমি আমার নিত্যপ্রিয়া ও আমার বিরহে তুমি যে বাঁচিবে না—ইহা জানিয়া আমি নারায়ণের সেবা করত তাঁহার

অনুভাষ্য

মহাভাগবত বা পরমহংসেরও) দেহস্মৃতি নাই, ভাঃ ১০।২৯।৩০, ৩৩-৩৪, ১১।৩০।৪৩, ১০।৩২।২২, ১১।৩৫।১৯ প্রভৃতি শ্লোক দ্রষ্টব্য। কাম—ভঃ রঃ সিঃ পূর্ব্ব বিঃ সাধনভক্তিলহরীতে গৌতমীয়তন্ত্র-বাক্য—আদি ৪র্থ পঃ ১৬২-২১৪ সংখ্যা এবং মধ্য ৮ম পঃ ২০৭-২১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ; তিমিঙ্গিল—বৃহৎ তিমি-মৎস্যকেও গিলিতে সমর্থ, এমন সুবৃহৎ জলচর জন্তু ; 'নেহ'—লইয়া যাও ; তার—বিরহ-সমুদ্রের।

১৪৮। ঋণী—আদি ৪র্থ পঃ ১৭৯-১৮০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৫৪। যদুপুরী—দ্বারকায় ও মথুরায়।

শ্রীরাধাপ্রেমেই কৃষ্ণপ্রাকট্য ঃ—

মোর ভাগ্য মো-বিষয়ে, তোমার যে প্রেম হয়ে,
সেই প্রেম—পরম প্রবল ।
লুকাঞা আমা আনে, সঙ্গ করায় তোমা সনে,
প্রকটেহ আনিবে সত্বর ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীরাধাকে স্বীয় ব্রজ-গমন-বিষয়ে আশ্বাস-দান ঃ—

যাদবের বিপক্ষ, যত দুষ্ট কংসপক্ষ,
তাহা আমি কৈলুঁ সব ক্ষয় ।
আছে দুই-চারি জন, তাহা মারি' বৃন্দাবন,
আইলাম আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৫৬ ॥
সেই শত্রুগণ হৈতে, ব্রজজন রাখিতে,
রহি রাজ্যে উদাসীন হঞা ।
যেবা স্ত্রী-পুত্র-ধনে, করি রাজ্য আবরণে,
যদুগণের সন্তোষ লাগিয়া ॥ ১৫৭ ॥

'ব্রজে আসিব' বলিয়া শ্রীরাধাসমীপে কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ঃ—

তোমার যে প্রেমগুণ, করে আমা আকর্ষণ,
আনিবে আমা দিন দশ-বিশে ।
পুনঃ আসি' বৃন্দাবনে, ব্রজবন্ধু তোমা-সনে,
বিলসিব রজনী-দিবসে ॥' ১৫৮ ॥

কৃষ্ণোক্ত শ্লোক-শ্রবণে শ্রীরাধার প্রত্যয় ঃ—

এত তাঁরে কহি' কৃষ্ণ, ব্রজে যাইতে সতৃষ্ণ,
এক শ্লোক পড়ি' শুনাইল ।
সেই শ্লোক শুনি' রাধা, খণ্ডিল সকল বাধা,
কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যে প্রতীতি হইল ॥ ১৫৯ ॥

গোপীগণের কৃষ্ণপ্রেমই তাঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮২।৪৪)—

ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে ।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ ॥ ১৬০ ॥

স্বরূপসহ প্রভুর আস্বাদন ঃ—

এই সব অর্থ প্রভু স্বরূপের সনে ।
রাত্রি-দিনে ঘরে বসি' করে আস্বাদনে ॥ ১৬১ ॥

জগন্নাথকে দেখিয়া রাধা-ভাবান্বিত প্রভুর শ্লোকপঠন ঃ—

নৃত্যকালে সেই ভাবে আবিষ্ট হঞা ।
শ্লোক পড়ি' নাচে জগন্নাথ-মুখ চাঞা ॥ ১৬২ ॥

গ্রন্থকারের শ্রীদামোদর-স্বরূপকে স্তুতি ঃ—

স্বরূপ-গোসাঞির ভাগ্য না যায় বর্ণন ।
প্রভুতে আবিষ্ট যাঁর কায়, বাক্য, মন ॥ ১৬৩ ॥

কৃষ্ণসেবা-রত প্রভু ও স্বরূপের ইন্দ্রিয়গণ অভিন্ন ঃ—

স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে প্রভুর নিজেন্দ্রিয়গণ ।
আবিষ্ট হঞা করে গান-আস্বাদন ॥ ১৬৪ ॥

কান্তের ঔদাসীন্যে মলিন-বদনা মানিনী শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট প্রভু ঃ—

ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়া ।
তর্জ্জনীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা ॥ ১৬৫ ॥

প্রভুর অঙ্গুলির ক্ষত-ভয়ে শ্রীস্বরূপের সতর্কতা ঃ—

অঙ্গুলিতে ক্ষত হবে জানি' দামোদর ।
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর ॥ ১৬৬ ॥

স্বরূপের কীর্ত্তনে প্রভুহৃদয়ে রাধাভাব-বৈচিত্র্যের মূর্ত্তি-পরিগ্রহ ঃ—

প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান ।
যবে যেই রস, তাহা করে মূর্ত্তিমান্ ॥ ১৬৭ ॥

জগন্নাথের শ্রীরূপ-বর্ণন ঃ—

শ্রীজগন্নাথের দেখে শ্রীমুখ-কমল ।
তাহার উপর সুন্দর নয়নযুগল ॥ ১৬৮ ॥
সূর্য্যের কিরণে মুখ করে ঝলমল ।
মাল্য, বস্ত্র, দিব্য, অলঙ্কার, পরিমল ॥ ১৬৯ ॥

প্রভুর দিব্যোন্মাদ ঃ—

প্রভুর হৃদয়ে আনন্দসিন্ধু উথলিল ।
উন্মাদ, ঝঞ্ঝা-বাত ততক্ষণে উঠিল ॥ ১৭০ ॥
আনন্দোন্মাদে উঠায় ভাবের তরঙ্গ ।
নানা-ভাব-সৈন্যে উপজিল যুদ্ধ-রঙ্গ ॥ ১৭১ ॥
ভাবোদয়, ভাবশান্তি, সন্ধি, শাবল্য ।
সঞ্চারী, সাত্ত্বিক, স্থায়ী স্বভাব-প্রাবল্য ॥ ১৭২ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

বিভুত্বশক্তিবলে প্রতিদিন ব্রজে আসিয়া তোমার সহিত ক্রীড়া করিয়া পুনরায় যদুপুরীতে ফিরিয়া যাই ; অতএব ব্রজে থাকিয়া তুমি আমারই স্ফূর্ত্তি-লাভ (করিয়াছ বলিয়া) মনে করিয়া থাক।

অনুভাষ্য

১৫৭। যেবা—যদিও।

১৬০। আদি, ৪র্থ পঃ ২৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৬৬। দামোদর—শ্রীস্বরূপ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৬৪। স্বরূপদামোদর যখন এই সকল ভাবের গান করেন, তখন প্রভুর চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি নিজেন্দ্রিয়গণ স্বরূপের ইন্দ্রিয়ে আবিষ্ট হইয়া গান আস্বাদন করিতে থাকেন, অর্থাৎ উভয়ের একচিত্ততা ও একতানতা প্রকৃষ্টরূপে উদিত হয়।

অনুভাষ্য

১৬৯। পরিমল—সুগন্ধ।

১৭০। উন্মাদ—মধ্য, ২য় পঃ ৬৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

স্বর্ণ-গিরিসহ প্রভুতনুর ও পুষ্পবৃক্ষসহ সাত্ত্বিক ভাবের উপমা ঃ—

প্রভুর শরীর যেন শুদ্ধ-হেমাচল।
ভাব-পুষ্পদ্রুম তাহে পুষ্পিত সকল ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুপ্রেম-দর্শনে সকলেই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত ঃ—

দেখিতে আকর্ষয়ে সবার চিত্ত-মন।
প্রেমামৃতবৃষ্ট্যে প্রভু সিঞ্চে সবার মন ॥ ১৭৪ ॥
জগন্নাথ-সেবক যত রাজপাত্রগণ।
যাত্রিক লোক, নীলাচলবাসী যত জন ॥ ১৭৫ ॥
প্রভুর নৃত্য প্রেম দেখি' হয় চমৎকার।
কৃষ্ণপ্রেম উপজিল হৃদয়ে সবার ॥ ১৭৬ ॥

সকলের প্রেম-কলরব ঃ—

প্রেমে নাচে, গায়, লোক, করে কোলাহল।
প্রভু-নৃত্যে কৈল যাত্রী চৌগুণ মঙ্গল ॥ ১৭৭ ॥

কৃষ্ণবলরামের প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

অন্যের কি কায, জগন্নাথ-হলধর।
প্রভুর নৃত্য দেখি' সুখে চলিলা মন্থর ॥ ১৭৮ ॥

গমন-বিরত হইয়া উভয়ের প্রভুনৃত্য-দর্শন ঃ—

কভু সুখে নৃত্যরঙ্গ দেখে রথ রাখি'।
সে কৌতুক যে দেখিল, সেই তার সাক্ষী ॥ ১৭৯ ॥

নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর রাজাগ্রে পতনোন্মুখতা ঃ—

এইমত নৃত্য প্রভু করিতে ভ্রমিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিলা পড়িতে ॥ ১৮০ ॥

রাজার প্রভুকে ধারণ, প্রভুর বাহ্যদশা ঃ—

সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাঁহাকে দেখিতে প্রভুর বাহ্য হইল ॥ ১৮১ ॥

বাহ্যদশায় লোকশিক্ষক জগদ্গুরু আচার্য্যলীলাকারী প্রভুর রাজস্পর্শে আত্মধিক্কার ঃ—

রাজা দেখি' মহাপ্রভু করেন ধিক্কার।
"ছি, ছি, বিষয়ীর স্পর্শ হইল আমার ॥" ১৮২ ॥
আবেশেতে নিত্যানন্দ হৈলা অসাবধান।
কাশীশ্বর-গোবিন্দাদি ছিলা অন্যস্থান ॥ ১৮৩ ॥

রাজার দৈন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-দর্শনে অন্তরে সন্তোষ, ভক্তিসাধক-হিতার্থে বাহিরে রোষাভাস ঃ—

যদ্যপি রাজারে দেখি' হাড়ির সেবনে।
প্রসন্ন হঞাছে তাঁরে মিলিবারে মনে ॥ ১৮৪ ॥
তথাপি আপন-গণে করিতে সাবধান।
বাহ্যে কিছু রোষাভাস কৈলা ভগবান্ ॥ ১৮৫ ॥

প্রভুবাক্যে রাজার ভয়, সার্ব্বভৌমের আশ্বাস ঃ—

প্রভুর বচনে রাজার মনে হৈল ভয়।
সার্ব্বভৌম কহে,—"তুমি না কর সংশয় ॥ ১৮৬ ॥
তোমার উপরে প্রভুর সুপ্রসন্ন মন।
তোমা লক্ষ্য করি' শিখায়েন নিজগণ ॥ ১৮৭ ॥
অবসর জানি' আমি করিব নিবেদন।
সেইকালে যাই' করিহ প্রভুর মিলন ॥" ১৮৮ ॥

প্রভুর স্বয়ং রথ-সঞ্চালন ঃ—

তবে মহাপ্রভু রথ প্রদক্ষিণ করিয়া।
রথ-পাছে যাই' ঠেলে রথে মাথা দিয়া ॥ ১৮৯ ॥

রথ-চলন-দর্শনে লোকের হরিধ্বনি ঃ—

ঠেলিতেই চলিল রথ 'হড়' 'হড়' করি'।
চতুর্দ্দিকে লোক সব বলে 'হরি' 'হরি' ॥ ১৯০ ॥

সুভদ্রা-বলরাম-রথাগ্রে সগণ প্রভুর নর্ত্তন ঃ—

তবে প্রভু নিজ-ভক্তগণ লঞা সঙ্গে।
বলদেব-সুভদ্রাগ্রে নৃত্য করে রঙ্গে ॥ ১৯১ ॥

তৎপর জগন্নাথ-রথাগ্রে নর্ত্তন ঃ—

তাঁহা নৃত্য করি' জগন্নাথাগ্রে আইলা।
জগন্নাথ-আগে নৃত্য করিতে লাগিলা ॥ ১৯২ ॥

বলগণ্ডিতে রথস্থিতি ঃ—

চলিয়া আইল রথ 'বলগণ্ডি'-স্থানে।
জগন্নাথ রাখি' দেখে ডাহিনে-বামে ॥ ১৯৩ ॥
বামে—'বিপ্রশাসন', নারিকেল বন।
ডাহিনে ত' পুষ্পোদ্যান যেন বৃন্দাবন ॥ ১৯৪ ॥

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

১৭০। ঝঞ্ঝাবাত—মাঝে মাঝে স-তেজ বাতাস।

১৭২। 'ভাবোদয়', 'ভাবশান্তি', 'সন্ধি', 'শাবল্য'—ভাবোদয়, ভাবশান্তি, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য।

১৭৭। চৌগুণ মঙ্গল—চতুর্গুণ মঙ্গলধ্বনি।

১৭৮। মন্থর—ধীরে ধীরে।

১৯৩। 'বলগণ্ডি'-স্থানে—শ্রদ্ধাবালু ও অর্দ্ধাসনী দেবীর মধ্যে যে স্থানটী, তাহার নাম 'বলগণ্ডি'।

অনুভাষ্য

১৭১-১৭২। মধ্য, ২য় পঃ ৬৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৭৪-১৭৬। মধ্য, ২য় পঃ ৮১-৮২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৪। হাড়ির সেবন—রাস্তায় ঝাড়ুদারের কার্য্য ; মধ্য ১৩ পঃ ১৫-১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

১৮৫। আপন-গণ—ভবসাগরের পারগমনেচ্ছু, নিষ্কিঞ্চন, ভগবদ্ভজনোন্মুখ অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষুর লীলাকারী ভক্তগণ।

১৯৪। উৎকল-দেশে ব্রাহ্মণপল্লীকে 'বিপ্রশাসন' বলে।

আগে নৃত্য করে গৌর লঞা ভক্তগণ।
রথ রাখি' জগন্নাথ করেন দরশন ॥ ১৯৫ ॥

জগন্নাথের উত্তম-ভোগাস্বাদন :—

সেই স্থলে ভোগ লাগে, আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন ॥ ১৯৬ ॥

জগন্নাথের ছোট-বড় যত ভক্তগণ।
নিজ নিজ উত্তম-ভোগ করে সমর্পণ ॥ ১৯৭ ॥

ছোট-বড়, প্রজা-রাজ-নির্ব্বিশেষে সকলের ভোগসমর্পণ :—

রাজা, রাজমহিষীবৃন্দ, পাত্র, মিত্রগণ।
নীলাচলবাসী যত ছোট-বড় জন ॥ ১৯৮ ॥

নানা-দেশের দেশী যত যাত্রিক জন।
নিজ-নিজ-ভোগ তাঁহা করে সমর্পণ ॥ ১৯৯ ॥

আগে-পাছে, দুই পার্শ্বে উদ্যানের-বনে।
যেই যাহা পায়, লাগায়,—নাহিক নিয়মে ॥ ২০০ ॥

ভোগকালে জনসঙ্ঘ, বিশ্রামার্থ প্রভুর পার্শ্বস্থ উদ্যানে গমন :—

ভোগের সময় লোকের মহা ভিড় হৈল।
নৃত্য ছাড়ি' মহাপ্রভু উপবনে গেল ॥ ২০১ ॥

প্রেমাবেশে মহাপ্রভু উপবন পাঞা।
পুষ্পোদ্যানে গৃহপিণ্ডায় রহিলা পড়িয়া ॥ ২০২ ॥

শীতলবায়ুতে শ্রম-লাঘব :—

নৃত্য-পরিশ্রমে প্রভুর দেহে ঘন ঘর্ম্ম।
সুগন্ধি শীতল-বায়ু করেন সেবন ॥ ২০৩ ॥

কীর্ত্তনকারিগণের বৃক্ষতলে বিশ্রাম :—

যত ভক্ত কীর্ত্তনীয়া আসিয়া আরাম।
প্রতিবৃক্ষতলে সবে করেন বিশ্রাম ॥ ২০৪ ॥

প্রভুর এইরূপ মহাসঙ্কীর্ত্তন :—

এই ত' কহিল প্রভুর মহাসঙ্কীর্ত্তন।
জগন্নাথের আগে যৈছে করিল নর্ত্তন ॥ ২০৫ ॥

শ্রীরূপের চৈতন্যাষ্টকে রথাগ্রে প্রভুনৃত্য বর্ণিত :—

রথাগ্রেতে প্রভু যৈছে করিলা নর্ত্তন।
শ্রীচৈতন্যাষ্টকে রূপ-গোসাঞি কর্য়াছে বর্ণন ॥ ২০৬ ॥

স্তবমালায় প্রথম চৈতন্যাষ্টকে (৭) শ্রীরূপগোস্বামিবাক্য—

রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃত-তনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥ ২০৭ ॥

শ্রীচৈতন্যের রথাগ্রে নর্ত্তন-শ্রবণে প্রেমভক্তি লাভ :—

ইহা যেই শুনে, সেই শ্রীচৈতন্য পায়।
সুদৃঢ় বিশ্বাস-সহ প্রেমভক্তি হয় ॥ ২০৮ ॥

শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে রথাগ্রে নর্ত্তনং নাম ত্রয়োদশ-পরিচ্ছেদঃ।

অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য

২০৪। আরাম—উদ্যানে (উপবন, বৃক্ষবাটিকা, বাগান)।

২০৭। রথারূঢ় নীলাচলপতির সম্মুখে অধিক প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিতনাট্যোল্লাসে বিবশ হইয়া আনন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনকারী এবং বৈষ্ণবদিগের দ্বারা যিনি পরিবৃত, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসিবেন?

ইতি অমৃতপ্রবাহ-ভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অনুভাষ্য

২০৭। শ্রীরূপগোস্বামী তিনটী 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক' রচনা করেন, তন্মধ্যে এইটী প্রথমাষ্টকের সপ্তম শ্লোক—

রথারূঢ়স্য (রথোপরি স্থিতস্য) নীলাচলপতেঃ (জগন্নাথ-দেবস্য) আরাৎ (সমীপে) অধিপদবি (প্রধানপথে) অদভ্র-প্রেমোর্ম্মিস্ফুরিত-নটনোল্লাসবিবশঃ (অদভ্রেণ অধিকেন প্রেমোর্ম্মিণা প্রেমতরঙ্গেণ স্ফুরিতঃ প্রতিবিম্বিতঃ যঃ নটনোল্লাসঃ নর্ত্তন-বিলাস-হর্ষঃ, তেন বিবশঃ শ্রম-বিহ্বলঃ) সহর্ষং (সানন্দং) গায়দ্ভিঃ (কীর্ত্তনপরৈঃ) বৈষ্ণব-জনৈঃ (ভক্তবৃন্দৈঃ) পরিবৃতঃ-তনুঃ (বেষ্টিতবিগ্রহঃ এবম্ভূতঃ) সঃ চৈতন্যঃ (গৌরচন্দ্রঃ) পুনরপি কিং মে (মম) দৃশোঃ পদং (নয়নপথং) যাস্যতি (প্রাপ্স্যতি)?

শ্রীল প্রবোধানন্দ-সরস্বতী ত্রিদণ্ডিপাদ তৎকৃত 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি'তেও—"নিন্দন্তং পুলকোৎকরেণ বিকসন্নীপপ্রসূনচ্ছবিং প্রোর্দ্ধীকৃত্য ভুজদ্বয়ং হরি-হরীত্যুচ্চৈর্বদন্তং মুহুঃ। নৃত্যন্তং দ্রুত-মশ্রুনির্ঝরচয়ৈঃ সিঞ্চন্তমুর্বীতলং গায়দ্ভির্নিজপার্ষদৈঃ পরিবৃতং শ্রীগৌরচন্দ্রং স্তুমঃ।।"

ইতি অনুভাষ্যে ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।